গুনাহ

সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ

প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য

গবেষণা সিরিজ-২২

প্রফেসর ডা. মো. মতিয়ার রহমান
FRCS (Glasgow)
চেয়ারম্যান
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
বিভাগীয় প্রধান (অব.), সার্জারি বিভাগ
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
ঢাকা, বাংলাদেশ।

প্রকাশক
কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন
ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি
মগবাজার, রমনা, ঢাকা।
ফোন : ০২-৪১০৩১০১৩
E-mail : official@qrfbd.org
www.qrfbd.org
For Online Order : www.shop.qrfbd.org
ডোনেশনের জন্য : www.solab.qrfbd.org, www.zakat.qrfbd.org

যোগাযোগ
এডমিন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৭৫৫৩০৯৯০৭
দাওয়াহ : ০১৬১০১৯৪৬৯৮, ০১৯৪৪৪১১৫৫১
প্রকাশনা : ০১৯৭৭৩০১৫১০
তথ্য-প্রযুক্তি : ০১৪০৭০৬৩৪৩৪
বিক্রয় : ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৪৪৪১১৫৫৮
কালচার এন্ড মিডিয়া : ০১৪০৭০৬৫৭৯৪

ISBN Number : 978-984-35-0993-2

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০০৭
ষষ্ঠ সংস্করণ : নভেম্বর ২০২৫

নির্ধারিত মূল্য : ৪০ টাকা

মুদ্রণ ও বাঁধাই
তাজুল গ্রাফিক্স এন্ড প্রিন্টিং
১৮৩, ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা
মোবাইল : ০১৯৭৬১৩৯৮৬৯, ০১৭১৬১৩৯৮৬৯
ইমেইল : tajulprint12@gmail.com

সূচিপত্র

ক্রম	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	সারসংক্ষেপ	৫
২	চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ	৬
৩	পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ	১০
৪	মূল বিষয়	২৩
৫	গুনাহ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা	২৪
৬	গুনাহ সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার কুফল	
৭	গুনাহর প্রকৃত সংজ্ঞা	২৫
৮	ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা– নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়ার শর্ত হওয়ার প্রমাণ	
৯	ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টার উপস্থিতির মধ্যে সম্পর্ক	৩৯
১০	যে অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হয় না	৪০
১১	যে অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে কুফরী (অস্বীকার করা) পর্যায়ের কবীরা গুনাহ হয়	৪৪
১২	মাত্রার দৃষ্টিকোণ থেকে গুনাহর মোটা দাগের (Gross) শ্রেণিবিভাগ	৫৬
১৩	মোটা দাগের ৫টি মাত্রার গুনাহ হওয়ার নীতিমালার সারসংক্ষেপ	৬৮
১৪	বড়ো ও ছোটো দুটি নিষিদ্ধ কাজ করার পর মোটা দাগের ৫ ধরনের গুনাহ হওয়ার উদাহরণ	৬৯
১৫	গুনাহর মাত্রার সূক্ষ্ম/প্রকৃত শ্রেণিবিভাগ	৭০
১৬	কবীরা (বড়ো) গুনাহর সংখ্যা	
১৭	বিভিন্ন মাত্রার গুনাহ মাফ হওয়ার উপায়	৭১
১৮	শেষ কথা	৭২

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا

**তারা কি কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে না,
নাকি তাদের মনে তালা লেগে গিয়েছে?**

সুরা মুহাম্মাদ/৪৭ : ২৪

**বিশ্বমানবতার বর্তমান অধঃপতনের মূল কারণ ও প্রতিকার
এবং জীবন ঘনিষ্ঠ ইসলামের মৌলিক বিষয়ের
সঠিক তথ্য জানতে সংগ্রহ করুন**

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

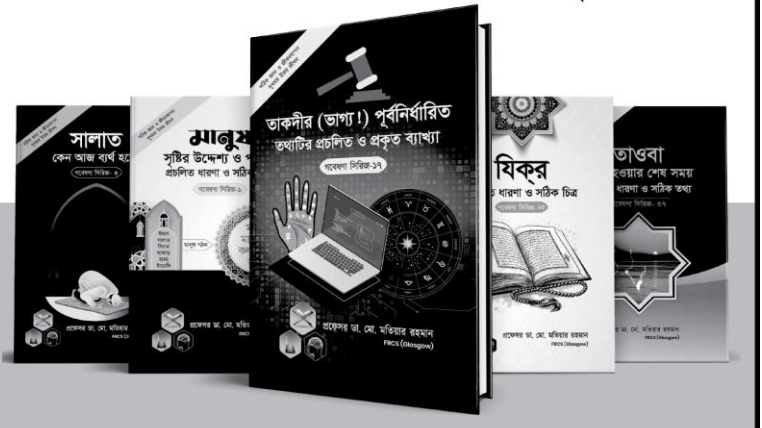

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

সারসংক্ষেপ

গুনাহ হলো অপরাধ। বড়ো গুনাহ ও বড়ো গুনাহগার তথা বড়ো অপরাধ ও বড়ো অপরাধীর সংখ্যা যদি সমাজে বেড়ে যায় তবে মানবসমাজ আশান্তিময় হয়। আর পরকালে যদি আমলনামায় বড়ো গুনাহ (কবীরা গুনাহ) থাকে তবে মু'মিন ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে ও সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে। তাই গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলিমের সঠিক এবং পরিষ্কার ধারণা থাকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রচলিত মতে– নিষিদ্ধ কাজ করাকে গুনাহ বলে। বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে বড়ো গুনাহ (কবীরা গুনাহ) হয় এবং ছোটো নিষিদ্ধ কাজ করলে ছোটো গুনাহ (ছগীরা গুনাহ) হয়। আর মাত্রার দৃষ্টিকোণ থেকে গুনাহ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত– ছগীরা ও কবীরা এবং কবীরা গুনাহর সংখ্যা বিভিন্ন মতে ৭০-১৪০। গুনাহ সম্পর্কিত এ ধারণা কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্য থেকে বহু দূরে।

কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যের ভিত্তিতে গুনাহর প্রকৃত সংজ্ঞা হলো– সমানের চেয়ে কম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর (বাধ্য-বাধকতা), অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করাকে গুনাহ বলে। গুনাহের মোটা দাগের মাত্রা ৫টি। আর গুনাহের প্রকৃত বা সূক্ষ্ম মাত্রা ও কবীরা গুনাহ অসংখ্য।

পুস্তিকাটিতে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যের ভিত্তিতে গুনাহ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পুস্তিকাটি মুসলিমদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ প্রাপ্তিতে বিরাট ভূমিকা রাখবে ইনশাআল্লাহ।

চিকিৎসক হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরার কারণ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।

শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দ!

আমি একজন চিকিৎসক (বিশেষজ্ঞ সার্জন)। আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিষয় বাদ দিয়ে একজন চিকিৎসক কেন এ বিষয়ে কলম ধরলো? তাই এ বিষয়ে কেন কলম ধরেছি, সেটা প্রথমে আপনাদের জানানো দরকার বলে মনে করছি।

ছোটোবেলা থেকেই ইসলামের প্রতি আমার গভীর আগ্রহ ছিল। তাই দেশ-বিদেশে যেখানেই গিয়েছি ইসলাম সম্পর্কে সে দেশের মুসলিম ও অমুসলিমদের ধারণা গভীরভাবে উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছি। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে এসে আমার মনে হলো জীবিকা অর্জনের জন্য বড়ো বড়ো বই পড়ে MBBS ও FRCS ডিগ্রি নিয়েছি। এখন যদি কুরআন মাজীদ অর্থসহ বুঝে না পড়ে আল্লাহর কাছে চলে যাই, আর আল্লাহ যদি জিজ্ঞাসা করেন ইংরেজি ভাষায় রচিত বড়ো বড়ো বই পড়ে স্বনামধন্য চিকিৎসক হয়েছিলে কিন্তু তোমার জীবন পরিচালনার পদ্ধতি জানিয়ে আরবীতে আমি যে কিতাবটি (কুরআন মাজীদ) পাঠিয়েছিলাম সেটি কি অর্থসহ বুঝে পড়েছিলে? তখন এ প্রশ্নের আমি কী জবাব দেবো?

এ উপলব্ধি আসার পর আমি কুরআন মাজীদ অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ বুঝে পড়তে শুরু করি। শিক্ষাজীবনের শুরুতে মাদ্রাসায় পড়ার কারণে আগে থেকে আরবী পড়তে ও লিখতে পারতাম। এরপর ইরাকে ৪ বছর রোগী ও সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলতে বলতে আরবী বলা ও বোঝার সমস্যাটা অনেকাংশে দূর হয়ে যায়।

কুরআন মাজীদ পড়তে গিয়ে দেখি ইরাকে যেসব সাধারণ আরবী বলতাম তার অনেক শব্দই কুরআনে আছে এবং আমি তা বুঝতে পারি। তাই কুরআন মাজীদ পড়ে বেশ মজা পেয়ে যাই। পেশা নিয়ে সারাক্ষণ আমাকে ব্যস্ত

থাকতে হতো। কিন্তু এর মধ্যেও সময় করে দিনে এক বা একাধিক আয়াত বা যতটুকু পারা যায় বিস্তারিত তাফসীরসহ কুরআন মাজীদ পড়তে থাকি। সার্জারি বই যেমন গভীরভাবে বুঝে পড়েছি, কুরআনের প্রতিটি আয়াতও সেভাবে বুঝে পড়ার চেষ্টা করেছি। ব্যাখ্যার জন্য কয়েকটি তাফসীর পড়েছি। এভাবে সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ শেষ করতে আমার প্রায় ৩ বছর সময় লাগে।

সম্পূর্ণ কুরআন মাজীদ পড়ে তথা ইসলামের সকল মৌলিক ও একটি অমৌলিক (তাহাজ্জুদ সালাত) বিষয় প্রত্যক্ষভাবে জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম এজন্য যে, ইসলাম সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য আর বর্তমান মুসলিমদের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান (ইসলামের অন্য অমৌলিক বিষয়ের কথা রসুল স.-কে অনুসরণ করতে বলার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে)। এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। সর্বোপরি, কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত আমাকে কলম ধরতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ .

নিশ্চয় আল্লাহ কিতাবে যা নাযিল করেছেন, যারা তা গোপন করে এবং বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে (লাভ করে) তারা তাদের পেট আগুন ভিন্ন অন্য কিছু দিয়ে ভরে না, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না (তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করবেন না), আর তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

(সুরা আল বাকারা/২ : ১৭৪)

ব্যাখ্যা : কোনো জিনিসের বিনিময়ে কিছু ক্রয় করার অর্থ হলো ঐ জিনিসের বিনিময়ে কিছু পাওয়া। ক্ষতি এড়ানোর অর্থও কিছু পাওয়া। ছোটো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ অল্প কিছু পাওয়া। আর বড়ো ক্ষতি এড়ানোর অর্থ বড়ো কিছু পাওয়া। আবার ক্ষতি এড়ানো একটি ওজর (বাধ্যবাধকতা)। তাই আল্লাহ এখানে বলেছেন– তিনি কুরআনে যেসব বিধান নাযিল করেছেন, ছোটো ক্ষতি (ওজর) এড়ানোর জন্য যারা জানা সত্ত্বেও সেগুলো প্রচার করে না বা মানুষকে জানায় না, তারা যেন তাদের পেট আগুন দিয়ে পূর্ণ করল। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না। ঐ দিন এটি তাদের জন্য সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের ব্যাপার হবে। আর তাদেরকে পবিত্র করা হবে না। অর্থাৎ তাদের ছোটোখাটো গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের

ছোটোখাটো গুনাহ মাফ করে দেবেন। কিন্তু যারা কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জানা সত্ত্বেও তা গোপন করবে তাদেরকে আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআনের আদেশ, নিষেধ ও তথ্য জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্য কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে তা থেকে বাঁচার জন্য আমি একজন চিকিৎসক হয়েও লেখার জন্য কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কীভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় এ আয়াতটি আমার মনে পড়লো–

كِتٰبٌ اُنْزِلَ اِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهٖ وَذِكْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এটি একটি কিতাব যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করা হলো, সুতরাং এর মাধ্যমে সতর্কীকরণের ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোনো সংকোচ (দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি) না থাকে এবং মুমিনদের জন্য এটা উপদেশ।

(সুরা আল আ'রাফ/৭ : ২)

ব্যাখ্যা : কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের মনে দুটি অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. সঠিক অর্থ বা ব্যাখ্যা না বোঝার কারণে কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন-ভাতা, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। বর্তমান সমাজে এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থা, বিশেষ করে দ্বিতীয়টিকে এড়ানোর (Overcome) জন্য সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা বা না বলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্য তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটি সমূলে উৎপাটন করার জন্য আল্লাহ এই আয়াতে রসুল স.-এর মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন– মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনোই কুরআনের বক্তব্যকে লুকিয়ে ফেলবে না বা বলা বন্ধ করবে না অথবা ঘুরিয়ে বলবে না।

আল কুরআনের সুরা আন-নিসার ৮০ নং ও আল গাশিয়ার ২১ থেকে ২৩ নং আয়াতের আলোকে বলা যায়– 'পৃথিবীর সকল মানুষ কখনোই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে মানুষের কাছে উপস্থাপন করতে হবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্য পুলিশের ভূমিকা পালন করা কারও দায়িত্ব নয়।' কুরআনের এসব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই আমার কথা বা লেখায় কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে বা না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

আল কুরআন পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইলো না। তাই আবার হাদীস পড়তে শুরু করি। বিশেষ করে মিশকাত শরীফ (কুতুবে সিত্তার অধিকাংশ হাদীসসহ আরও অনেক হাদীস ধারণকারী গ্রন্থ) বিস্তারিত পড়ার পর ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আমি লেখা শুরু করি ১০.০৪.১৯৯৬ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ নানাভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দুয়া করি তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন।

নবী-রসুল আ. ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির ঊর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের কাছে অনুরোধ– আমার লেখায় যদি কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমতকে কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন– এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দুয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো– কুরআন, সুন্নাহ (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস) এবং আকল, Common sense বা বিবেক। তবে উৎস তিনটির মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য বিদ্যমান। আর সে পার্থক্য হলো–

ক. তাত্ত্বিক (Theoretical) পার্থক্য

- কুরআন : আল্লাহ প্রদত্ত মূল প্রমাণিত জ্ঞান।
- সুন্নাহ : আল্লাহ প্রদত্ত প্রমাণিত জ্ঞান। তবে মূল জ্ঞান নয়। এটি কুরআনের ব্যাখ্যা।
- আকল, Common sense বা বিবেক : জন্মগতভাবে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান।

খ. ব্যাবহারিক (Applied) পার্থক্য

১. মালিক ও দারোয়ান দৃষ্টিকোণ

- কুরআন (আল্লাহ তা'য়ালা) : মালিক ও মূল ব্যাখ্যাকারী।
- সুন্নাহ (রসুল স.) : মালিকের নিয়োগকৃত কুরআনের ব্যাখ্যাকারী।
- আকল/Common sense/বিবেক : মালিকের নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ান।

২. মানদণ্ড ও বুনিয়াদ/ভিত্তি দৃষ্টিকোণ

- কুরআন : মানদণ্ড জ্ঞান।
- সুন্নাহ : কুরআনের অনুপস্থিতে মানদণ্ড জ্ঞান।
- আকল/Common sense/বিবেক : বুনিয়াদ বা ভিত্তি জ্ঞান।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত 'জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য (গবেষণা সিরিজ-৪২)' নামক বইটিতে। আলোচ্য পুস্তিকাটি রচনায় এ তিনটি উৎস থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে।

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত প্রতিটি উৎসের যথাযথ ব্যবহার অপরিহার্য। আবার যথাযথ ব্যবহারের জন্য সবগুলো উৎসের নিম্নের দুটি দিক সম্পর্কে সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা থাকাও অপরিহার্য–

ক. উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি (উসূল/Principle)।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য উৎস তিনটিকে ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)।

আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটির উল্লিখিত দুটি দিকের পর্যালোচনা–

ক. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতি

১. কুরআনকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনে উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

ব্যাবহারিক গ্রন্থের নির্ভুল জ্ঞানার্জনের কিছু মূলনীতি (উসূল/Principle) থাকে। ঐ মূলনীতির প্রত্যেকটি অনুসরণ করা গ্রন্থটির নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য অপরিহার্য। কুরআন একটি ব্যাবহারিক গ্রন্থ। তাই কুরআন থেকেও নির্ভুল জ্ঞানার্জনের মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। আমাদের গবেষণা মতে, সে মূলনীতি ১০টি। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম–

১. কুরআনে পরস্পরবিরোধী বক্তব্য নেই।

২. একই বিষয়ের সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৩. কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন।

৪. কুরআন বিরোধী বক্তব্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা।

৫. সত্য উদাহরণকে আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষার মর্যাদা দেওয়া।

৬. একাধিক অর্থবোধক আয়াতের ব্যাখ্যা করার সময় উৎকর্ষিত আকল/Common sense/বিবেকের রায় বা বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের সাথে মেলানোর চেষ্টা করা।

৭. কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) কোনো আয়াত নেই।

৮. খুঁটিনাটি/অমৌলিক বিষয়কে গুরুত্ব না দেওয়া।

৯. কয়েক বছর পরপর অনুবাদ বা ব্যাখ্যার সংস্করণ বের করা।

১০. আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান।

মূলনীতিগুলো একটি অপরটির সম্পূরক ভূমিকা পালন করে। আবার একটি সিদ্ধান্ত যত বেশি সংখ্যক মূলনীতি সমর্থিত হবে, সিদ্ধান্তটি নির্ভুল হওয়ার সম্ভাবনা তত বেশি হবে। এ বিষয়টি আল্লাহ প্রদত্ত ৩টি উৎসের প্রত্যেকটির ব্যাপারেই প্রযোজ্য। মূলনীতিসমূহ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন

রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'আল কুরআনের অর্থ ও তাফসীর করার মূলনীতি, প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য'** (গবেষণা সিরিজ-২৬) নামক বইটিতে।

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞানের সাথে অন্য ৯টি মূলনীতির সম্পর্কের অবস্থান হলো–

অবস্থান-১

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের ভালো জ্ঞান না থাকলে কুরআনের অর্থ করা সম্ভব নয়।

অবস্থান-২

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের পণ্ডিত ব্যক্তিও কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা বুঝতে অনেক মৌলিক ভুল করবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে না রাখেন বা ব্যবহার করতে না পারেন।

অবস্থান-৩

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের জ্ঞান না থাকা ব্যক্তিও কুরআনের অনুবাদ পড়ে সেখানকার ভুল থেকে (যদি থাকে) নিজেকে বাঁচিয়ে কুরআনের ভালো জ্ঞানার্জন করতে পারবেন যদি তিনি ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৪

আরবী ভাষা ও ব্যাকরণের কিছু জ্ঞান (আরবী থেকে অন্য ভাষার অভিধান দেখার মতো জ্ঞান) থাকা ব্যক্তি কুরআনের অর্থ ও তাফসীরের অনুবাদ গ্রন্থ সম্পাদনা করে কুরআনের ভালো অর্থ ও তাফসীরগ্রন্থ রচনা করতে পারবেন যদি তিনি ওপরের ৯টি মূলনীতি খেয়াল রাখেন বা ব্যবহার করতে পারেন।

অবস্থান-৫

কুরআন সবচেয়ে ভালো বুঝতে পারবেন সেই ব্যক্তি যার ওপরে বর্ণিত ৯টি মূলনীতি খেয়ালে আছে বা ব্যবহার করার যোগ্যতা আছে এবং আরবী ভাষা ও ব্যাকরণেরও ভালো জ্ঞান আছে।

২. সুন্নাহকে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

আমাদের গবেষণা মতে, সুন্নাহকে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের ৪টি মূলনীতি কুরআন ও সুন্নায় আছে। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন প্রকাশিত **'প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-১৯) বইটিতে। মূলনীতিগুলোর শিরোনাম হলো–

১. সঠিক হাদীস কুরআনের সম্পূরক বা অতিরিক্ত হবে, বিপরীত হবে না।
২. একই বিষয়ের সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৩. হাদীস সঠিক আকল (আকলে সালিম)-এর বিরোধী হবে না।
৪. হাদীস বিজ্ঞানের সঠিক তথ্যের বিরোধী হবে না।

৩. আকল, Common sense বা বিবেককে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করার মূলনীতি

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য মহান আল্লাহর দেওয়া উৎস আকল, Common sense বা বিবেক ব্যবহার করাও অপরিহার্য। Common sense-এর সংজ্ঞা, গুরুত্ব, উৎকর্ষিত ও অবদমিত হওয়ার পদ্ধতি, ব্যবহার না করার গুনাহ, পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের Common sense-এর মধ্যে পার্থক্য ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'ইসলামী জীবনবিধানে Common sense-এর গুরুত্ব'** (গবেষণা সিরিজ-৬) নামক পুস্তিকাটিতে। Common sense-কে জ্ঞানের উৎস হিসেবে ব্যবহারের দুটি মূলনীতি কুরআন ও হাদীসে আছে। বিষয়টি নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা আছে ওপরে উল্লিখিত বইটিতে (গবেষণা সিরিজ-৬)। মূলনীতি দুটোর শিরোনাম হলো–

১. Common sense-কে আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ বা অপ্রমাণিত জ্ঞান হিসেবে ব্যবহার করা।
২. Common sense-কে আল্লাহর নিয়োগকৃত ইসলামের ঘরের দারোয়ানের মর্যাদা দেওয়া।

খ. নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের প্রবাহচিত্র (Flow chart)

নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত উৎস তিনটি ব্যবহারের মূলনীতির সাথে সেগুলো ব্যবহারের প্রবাহচিত্রের জ্ঞান থাকাও অপরিহার্য। প্রবাহচিত্রটি কুরআন ও সুন্নায় আছে। তবে নিম্নের দুটি উদাহরণ সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা প্রবাহচিত্রটি অতি সহজে বুঝা যায়। সুরা বাকারার ২৬ নং আয়াতে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে– কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণ হলো আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। কুরআনের আয়াতও আল্লাহর কাছ থেকে আসা সত্য শিক্ষা। তাই কুরআন বুঝা বা ব্যাখ্যা করার জন্য সত্য উদাহরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

উদাহরণ-১

- ❑ **চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থা গ্রহণের (চিকিৎসা দেওয়ার) প্রবাহচিত্র**

একজন চিকিৎসকের কাছে রোগী আসলে চিকিৎসক তাকে শেখানো চিকিৎসাবিদ্যার সাধারণ জ্ঞানের আলোকে একটি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় (Provisional diagnosis) করে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু করে দেয়। তারপর সে ল্যাবরেটরিতে কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা পাঠায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হলো রোগ নির্ণয়ের প্রমাণিত (নির্ভুল) জ্ঞান। তাই পরীক্ষা-নিরীক্ষার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর চিকিৎসক রিপোর্টের সাথে তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে। যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্টও সেই রোগ বলে তবে চিকিৎসক তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা চালিয়ে যায়।

আর যদি প্রাথমিক রোগ নির্ণয় যা ছিল রিপোর্ট সেটি ছাড়া অন্য রোগ বলে, তবে চিকিৎসক (সাধারণত) তার প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে বাদ দিয়ে রিপোর্টে আসা রোগকেই চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় (Final diagnosis) বলে ধরে নেয় এবং সে অনুযায়ী নতুন চিকিৎসা শুরু করে।

তবে বাস্তবে দেখা যায়– চিকিৎসাবিদ্যার যথাযথ সাধারণ জ্ঞানী চিকিৎসকের প্রাথমিক রোগ নির্ণয় ও চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন হয়। অল্পকিছু ক্ষেত্রে দেখা যায়– পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রাথমিক রোগ নির্ণয়কে যাচাই করে নিশ্চিতভাবে চূড়ান্ত রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিধান হলো– প্রাথমিক রোগ নির্ণয় অনুযায়ী চিকিৎসা শুরু করা ও আরও গবেষণা চালিয়ে যাওয়া।

রোগ নির্ণয় করার সময় চিকিৎসাবিজ্ঞানের প্রতিটি ছাত্র ও তরুণ চিকিৎসকদের একটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিয়ে শেখানো হয়। বিষয়টি হলো– পূর্ববর্তী চিকিৎসকদের রোগ নির্ণয় যাচাই করা যেতে পারে তবে তা অবশ্যই নিজে (প্রাথমিক) রোগ নির্ণয় করার পর। এর কারণ হলো–

১. পূর্ববর্তী চিকিৎসক কী রোগ নির্ণয় করেছে তা আগে দেখলে তিনি যদি কোনো ভুল করে থাকেন বর্তমান চিকিৎসক সেই একই ভুল করতে পারেন।
২. বর্তমান চিকিৎসকের রোগ নির্ণয়ের দক্ষতা উৎকর্ষিত হবে না। বরং অবদমিত হবে।
৩. সামগ্রিকভাবে মানবসভ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তাই চিকিৎসাবিদ্যার রোগ নির্ণয় (Diagnosis) ও ব্যবস্থা গ্রহণের প্রবাহচিত্র হলো–

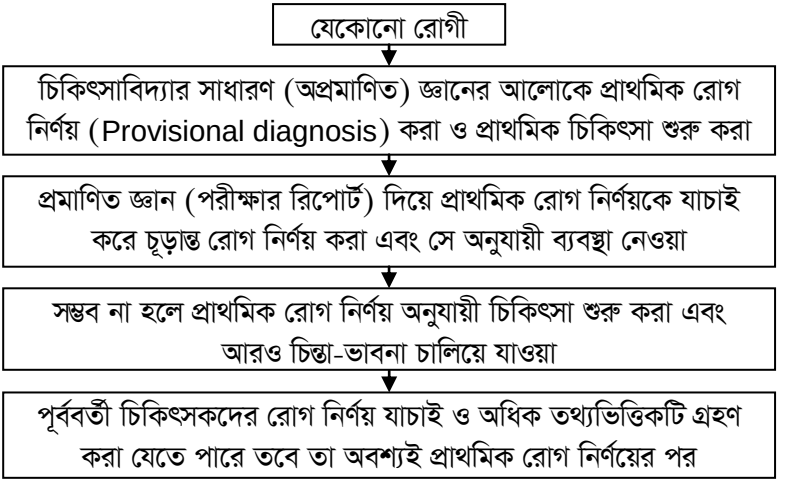

উদাহরণ-২

❑ **মালিক ও দারোয়ান মিলে বাড়িতে চোর ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র**

বাড়িতে পরিচিত মানুষ ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত মানুষ (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার জন্য সকল মালিক দারোয়ান নিয়োগ দেয়। মালিক অনুপস্থিত থাকলে কার সাথে কথা বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে (মালিকের মনোনীত ব্যক্তি) তা মালিক আগে থেকে দারোয়ানকে বলে দেন। মালিক, মালিকের মনোনীত ব্যক্তি ও নিয়োগ দেওয়া দারোয়ান মিলে বাড়িতে পরিচিত লোক ঢুকতে দেওয়া এবং অপরিচিত লোক (চোর) ঢোকা প্রতিরোধ করার প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) হলো–

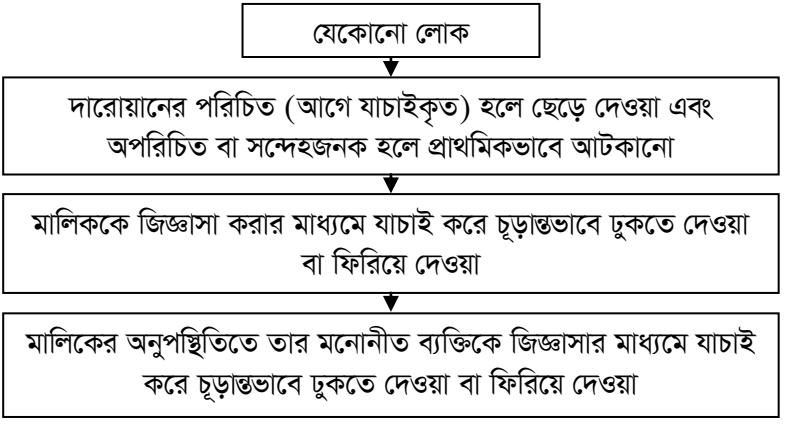

উদাহরণ ২টির লক্ষণীয় বিষয় হলো–

১. জ্ঞানার্জনের (সিদ্ধান্তে পৌঁছার) দুটি স্তর আছে। প্রাথমিক স্তর ও চূড়ান্ত স্তর।

২. প্রাথমিক স্তরে ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞানের আলোকে প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে হয়। যাদের ঐ বিষয়ের সাধারণ জ্ঞান আছে তারা সবাই প্রাথমিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে ও প্রাথমিক ব্যবস্থা নিতে পারে।

৩. এরপর মূল প্রমাণিত জ্ঞান (মালিক) দিয়ে প্রাথমিক রায়কে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৪. অধিকাংশ ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সাধারণ জ্ঞান শেখা ব্যক্তিগণ কর্তৃক নেওয়া প্রাথমিক সিদ্ধান্ত, চূড়ান্ত বিচারে সঠিক বলে গৃহীত হয়।

৫. মালিক অনুপস্থিত থাকা সময়ে প্রাথমিক রায়কে মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হয় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হয়।

৬. মালিকের মনোনীত ব্যক্তি দিয়ে যাচাই করেও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে প্রাথমিক রায় অনুযায়ী নেওয়া ব্যবস্থা ও আরও চিন্তা-ভাবনা চালিয়ে যেতে হয়।

৭. সবশেষে পূর্ববর্তী ব্যক্তি বা মনীষীদের মতামত যাচাই করতে হয়।

মহান আল্লাহও জ্ঞানার্জনের জন্য সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস দিয়েছেন। আর নির্ভুল জ্ঞানার্জনের জন্য আল্লাহ প্রদত্ত সাধারণ (অপ্রমাণিত) ও প্রমাণিত উৎস ব্যবহারের প্রবাহচিত্র মহান আল্লাহ সারসংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সুরা নিসার ৫৯ এবং সুরা নূরের ১৫, ১৬ ও ১৭ নং আয়াতসহ আরও কিছু আয়াতের মাধ্যমে। আর আয়েশা রা.-এর চরিত্র নিয়ে রটানো প্রচারণাটির (ইফকের ঘটনা) ব্যাপারে নিজের অনুসরণ করা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর পদ্ধতির মাধ্যমে রসুলুল্লাহ স. প্রবাহচিত্রটি বাস্তবে প্রয়োগ করে দেখিয়েছেন। প্রবাহচিত্রটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র'** (গবেষণা সিরিজ-১২) নামক বইটিতে। ওপরে বর্ণিত কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মধ্যকার পার্থক্য এবং উদাহরণ দুটি সামনে থাকলে কুরআন ও সুন্নায় থাকা আল্লাহ প্রদত্ত উৎস ৩টি ব্যবহারের প্রবাহচিত্রটি বোঝা মোটেই কঠিন নয়। প্রবাহচিত্রটি নিম্নরূপ–

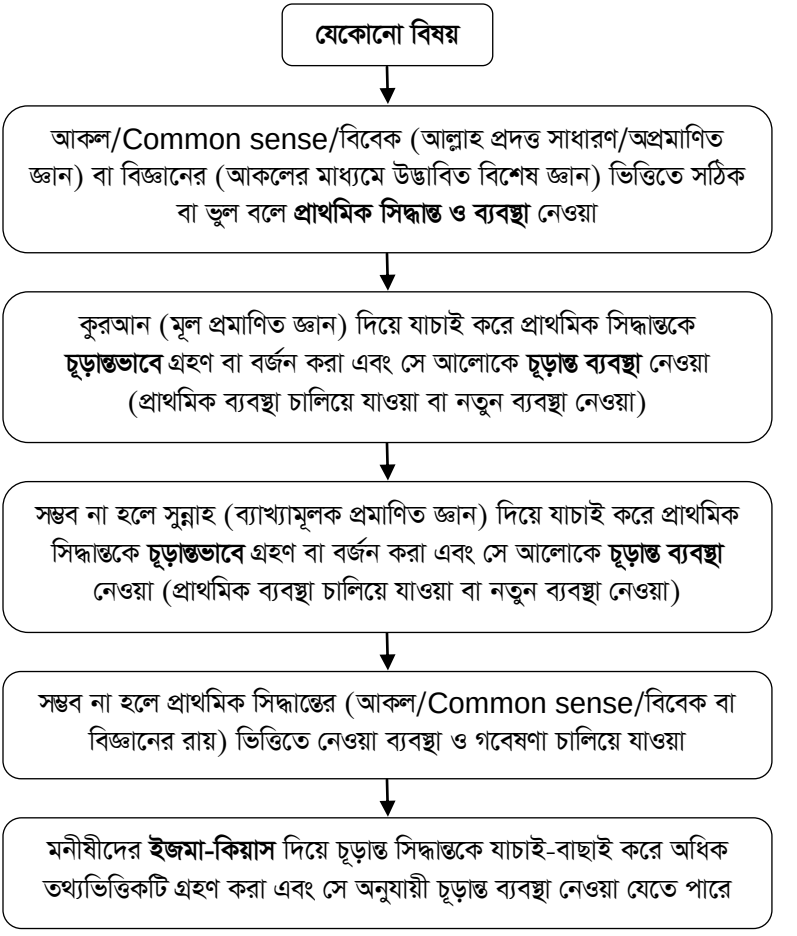

বিজ্ঞান

'বিজ্ঞান' হলো মানবজীবনের কোনো দিকের বিশেষ তথা উৎকর্ষিত জ্ঞান। মানবসভ্যতার বর্তমান স্তরে 'বিজ্ঞান' যে জ্ঞানের একটি উৎস এটা কেউ অস্বীকার করবে বলে মনে হয় না। বিজ্ঞানের বিষয় আবিষ্কারের ব্যাপারে আকল/Common sense/বিবেকের ব্যাপক ভূমিকা থাকে। উদাহরণস্বরূপ বিজ্ঞানী নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের বিষয়টি উল্লেখ করা যায়। নিউটন একদিন আপেল গাছের নিচে বসে থাকা অবস্থায় দেখলেন, একটি আপেল মাটিতে পড়লো। তিনি ভাবলেন, আপেলটি ওপরের দিকে না গিয়ে নিচের দিকে আসলো কেন? নিশ্চয় কোনো শক্তি আপেলটিকে নিচের দিকে (পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে) টেনেছে। Common sense-এর এ তথ্যের ওপর

ভিত্তি করে গবেষণার মাধ্যমে বিজ্ঞানী নিউটন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কার করেন। আর ঐ আবিষ্কারের প্রতিটি বাঁকে তাকে Common sense ব্যবহার করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের তত্ত্ব বা তথ্য আবিষ্কারের ব্যাপারে Common sense-এর বিরাট ভূমিকা আছে। তাই বিজ্ঞান হলো Common sense-এর মাধ্যমে উদ্ভাবিত জ্ঞান।

বিজ্ঞানের অনেক তত্ত্ব বা তথ্য সময়ের আবর্তে পরিবর্তন হয়ে যায়। কারণ, মানুষের জ্ঞান সীমিত। আমার ৪০ বছরের চিকিৎসা জীবনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অনেক তথ্য সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখেছি। তাই ইসলামী নীতি হলো Common sense-এর মতো বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্যকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে কুরআন বা সুন্নাহর ভিত্তিতে অবশ্যই যাচাই করে নিতে হবে।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব বা তথ্য যদি সঠিক হয় তবে সেটি এবং ঐ বিষয়ের কুরআনের তথ্য অভিন্ন হবে। এ কথাটি কুরআন জানিয়েছে এভাবে–

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ ... ...

শীঘ্রই (অতাৎক্ষণিকভাবে) আমরা তাদেরকে দিগন্তসমূহে এবং তাদের নিজেদের (শরীরের) মধ্যে আমাদের নিদর্শনাবলি দেখাবো, যতক্ষণ না তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এটি (কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য) সত্য। ... ...

(সুরা হা-মিম-আস-সাজদা/৪১ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : দিগন্ত হলো খালি চোখ এবং অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টিশক্তি যতদূর যায় ততদূর। আর আল্লাহ তা'য়ালা কর্তৃক অতাৎক্ষণিকভাবে দেখানোর অর্থ– প্রকৃতিতে থাকা আল্লাহর প্রণয়ন করে রাখা বৈজ্ঞানিক বিষয় গবেষণার মাধ্যমে আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা।

তাই এ আয়াতে বলা হয়েছে– খালি চোখ ও দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের দৃষ্টি শক্তি যতদূর যায় ততদূর এবং মানুষের শরীরের মধ্যে থাকা আল্লাহর তৈরি করে রাখা বিভিন্ন বিষয় তাঁর তৈরি প্রোগ্রাম অনুযায়ী গবেষণার মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবিষ্কার হতে থাকবে। এ আবিষ্কারের মাধ্যমে একদিন কুরআনে থাকা কুরআনের বৈজ্ঞানিক ও সাধারণ সকল তথ্য সত্য প্রমাণিত হবে। তাই এ আয়াত অনুযায়ী কোনো বিষয়ে কুরআনের তথ্য এবং ঐ বিষয়ে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য অভিন্ন হবে।

কিয়াস ও ইজমা

ইসলামে প্রজ্ঞাবান, বিচক্ষণ, হিকমাধারী বা মনীষীর সংজ্ঞা হলো– কুরআন, সুন্নাহ, বিজ্ঞান, সাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সত্য উদাহরণ এবং সাধারণ ও ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা ও কাহিনির ভিত্তিতে উৎকর্ষিত আকল, Common sense বা বিবেকবান ব্যক্তি।

আর কিয়াস হলো– কুরআন ও সুন্নাহর পরোক্ষ, একাধিক/ব্যাপক অর্থবোধক অথবা কুরআন-সুন্নায় সরাসরি নেই এমন বিষয়ে কুরআন সুন্নাহর অন্য তথ্যের ভিত্তিতে যেকোনো যুগের একজন উৎকর্ষিত Common sense সম্পন্ন তথা প্রজ্ঞাবান/বিচক্ষণ/হিকমাধারী/মনীষী ব্যক্তির উন্নত অনুধাবন ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ক্ষমতার ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়া গবেষণার ফল।

অন্যদিকে কোনো বিষয়ে সকলের কিয়াসের ফল এক হলে বা কারও কিয়াসের ব্যাপারে সকলে একমত হলে তাকে 'ইজমা' (Concensus) বলে।

কারও গবেষণার ফল জ্ঞানের উৎস হতে পারে না। গবেষণার ফল হয় রেফারেন্স তথা তথ্যসূত্র। তাই সহজে বলা যায়– কিয়াস বা ইজমা জ্ঞানের উৎস হবে না। কিয়াস ও ইজমা হবে তথ্যসূত্র বা রেফারেন্স।

ইজমা ইসলামী জীবনবিধানের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলেও মনে রাখতে হবে ইজমা অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানবসভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সাথে কুরআন ও সুন্নাহর ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। ফলে ঐ সব বিষয়ে কিয়াস ও ইজমার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের মতো অন্য যেকোনো বিষয়েই তা হতে পারে।

কিয়াস ও ইজমা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য–

কুরআন

..... فَسْـَٔلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

... ... অতঃপর তোমরা যদি না জানো তবে (কিতাবের) বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা করো।

(সুরা নাহল/১৬ : ৪৩, সুরা আম্বিয়া/২১ : ৭)

ব্যাখ্যা : আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্য করে বলা হলেও আয়াতটির শিক্ষা সকলের জন্য প্রযোজ্য। জ্ঞানার্জনের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ হলো কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense। আর ইজমা বা কিয়াস হলো, ইসলামী বিশেষজ্ঞদের (মনীষী/আকাবের) গবেষণার ফল বা সিদ্ধান্ত।

আয়াতটির সরাসরি নির্দেশ হলো– ইজমা/কিয়াস দেখতে হবে একটি বিষয় নিজে জানা বা সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করে ব্যর্থ হওয়ার পর। অবশ্যই আগে নয়। **অন্যদিকে** বিশেষজ্ঞদের মতামত (ইজমা ও কিয়াস) অন্ধভাবে মেনে নেওয়া যাবে না। এটি করলে শিরক বা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। শিরক হবে যদি কোনো বিশেষজ্ঞের সকল সিদ্ধান্ত নির্ভুল মনে করে মেনে নেওয়া হয়। কারণ, নির্ভুলতা শুধু মহান আল্লাহর গুণ। আর কুফরী হবে যদি নিজে ইসলামের কিছুই জানি না বলে বিশেষজ্ঞদের মতামত মেনে নেওয়া হয়। কারণ, যার Common sense আছে সে ইসলামের অনেক কিছু জানে। তাই আমি ইসলামের কিছুই জানি না বললে আল্লাহর দেওয়া একটি বড়ো নিয়ামতকে অস্বীকার করা হয়। বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে– 'কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন' প্রকাশিত **'অন্ধ অনুসরণ কুফরী বা শিরক নয় কি?'** (গবেষণা সিরিজ-২১) নামক বইটিতে।

হাদীস

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ ..... عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَقَدْ جَلَسْتُ أَنَا وَأَخِي مَجْلِسًا مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمْرَ النَّعَمِ أَقْبَلْتُ أَنَا وَأَخِي وَإِذَا مَشْيَخَةٌ مِنْ صَحَابَةِ رَسُولِ اللّٰهِ ﷺ جُلُوسٌ عِنْدَ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِهِ فَكَرِهْنَا أَنْ نُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ فَجَلَسْنَا حَجْرَةً إِذْ ذَكَرُوا آيَةً مِنَ الْقُرْآنِ فَتَمَارَوْا فِيهَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمْ فَخَرَجَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ مُغْضَبًا قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ يَرْمِيهِمْ بِالتُّرَابِ وَيَقُولُ مَهْلًا يَا قَوْمِ بِهَذَا أُهْلِكَتِ الْأُمَمُ مِنْ قَبْلِكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ وَضَرْبِهِمُ الْكُتُبَ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ إِنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْزِلْ يُكَذِّبُ بَعْضُهُ بَعْضًا بَلْ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ بَعْضًا فَمَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا بِهِ وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرُدُّوهُ إِلَى عَالِمِهِ.

আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আনাস ইবন ইয়ায রহ. থেকে শুনে 'আল মুসনাদ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন শুআইব ইবনুল আস রা. বলেন– আমি ও আমার ভাই এক মজলিশে বসলাম, আর সে জায়গাটি লাল পিঁপড়ে থাকার কারণে আমি তা পছন্দ করলাম না, তাই সামনে অগ্রসর হলাম। এমনকি বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের নিকটবর্তী হয়ে গেলাম যারা রসুলুল্লাহ স.-এর ঘরের দরজার একটি দরজার সামনে বসেছিল।

আর আমরা তাঁদের থেকে পৃথক হওয়াকে অপছন্দ করলাম, অতঃপর তাঁদের মাঝে একটি পাথরের ওপর বসলাম। তাঁরা কুরআনের একটি আয়াত বলছিল অতঃপর সেটি নিয়ে বিতর্ক করছিল, এমনকি তাঁদের আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। অতঃপর রসুলুল্লাহ স. রাগান্বিত অবস্থায় বের হলেন, আর তাঁর মুখমণ্ডল রক্তিম হয়ে গেল, তিনি তাদের প্রতি মাটি ছুঁড়ে মারলেন এবং বললেন– আরে হে সম্প্রদায়! তোমাদের পূর্ববর্তী নবীদের কওম তাদের কিতাব নিয়ে এ ধরনের বিতর্ক করার কারণেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। তারা কিতাবের একটি অংশ দিয়ে অন্য অংশকে রহিত করেছিল। নিশ্চয় এ কুরআনের এক অংশ অন্য অংশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন/রহিত করার জন্য নাযিল করা হয়নি। বরং একাংশ অপর অংশের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য নাযিল করা হয়েছে। **তাই এতে (কুরআন) থাকা যে সকল বিষয় তোমাদের হৃদয়ঙ্গম হয় (আকল/Common sense/বিবেক দিয়ে বুঝতে পারো) তার ওপর 'আমল করো। আর যা তোমাদের আকল/Common sense/বিবেকের বাইরে, তা ঐ বিষয়ে যারা (বিশেষজ্ঞ) জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দাও।**

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-৬৭০২।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির বোল্ড করা অংশে রসুল স. বলেছেন– কুরআনের যে সকল বক্তব্য মু'মিনরা নিজেদের আকল/বিবেক/Common sense দিয়ে বুঝতে পারে তার ওপর 'আমল করতে। আর যা তাদের আকলের বুঝের বাইরে তা ঐ বিষয়ে যারা বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী তাদের দিকে ফিরিয়ে দিতে তথা তাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে তা জেনে নিতে।

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যগুলো থেকে মুসলিমদের সামগ্রিক শিক্ষা হলো–

১. ইসলামী সমাজে কুরআনের সাধারণ ও বিশেষজ্ঞ জ্ঞানী থাকবে বা থাকতে হবে।
২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতিটি বিষয় জানার চেষ্টা সকল মুসলিমকে করতে হবে।
৩. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে না পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের (মনীষী/আকাবের) থেকে সেটি জেনে নিতে হবে বা তাদের লেখা বই পড়ে তা জানতে হবে।

৪. কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর মাধ্যমে সাধারণ জ্ঞানীরা একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের থেকে সেটি জানা বা তাদের লেখা বই পড়ার প্রয়োজন নেই।

৫. বিশেষজ্ঞ জ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত (ইজমা বা কিয়াস) যাচাই করার বিষয়টি ঘটবে শেষে।

৬. ইজমা বা কিয়াস উৎস নয়। ইজমা বা কিয়াস হলো রেফারেন্স।

এ পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও প্রকৃত সহীহ হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এখানে কিয়াস ও ইজমার সুযোগ নেই।

কুরআনের আরবী আয়াত সর্বদা অপরিবর্তিত থাকবে,
কিন্তু কিছু কিছু অর্থ ও ব্যাখ্যা
যুগের জ্ঞানের আলোকে উন্নত হবে।

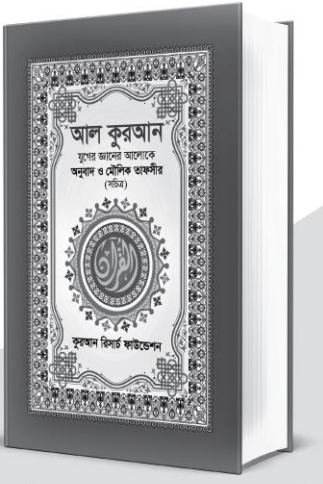

আল কুরআন
যুগের জ্ঞানের আলোকে
অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর
(সচিত্র)

যোগাযোগ : ০১৯৪৪ ৪১১৫৬০ অথবা ০১৯৪৪ ৪১১৫৫১

মূল বিষয়

গুনাহ অর্থ অপরাধ। আরবীতে এ শব্দটিকে বলা হয় ইছম (إِثْمٌ)। অপরাধ এবং অপরাধীর সংখ্যা সমাজে বেড়ে গেলে মানবসমাজ আশান্তিময় হয়। আর পরকালে যদি আমলনামায় বড়ো গুনাহ (কবীরা গুনাহ) থাকে তবে মু'মিন ব্যক্তিকে জাহান্নামে যেতে হবে এবং সেখানে স্থায়ীভাবে থাকতে হবে। তাই গুনাহর সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে প্রত্যেক মুসলিমের সঠিক এবং পরিষ্কার ধারণা থাকতে হবে। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়– বর্তমান কালের মুসলিমদের গুনাহর সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ, কবীরা গুনাহর সংখ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে যে ধারণা, সেটি কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্য থেকে বহু দূরে। এর ফলস্বরূপ একদিকে ব্যক্তি মুসলিম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং অন্যদিকে মুসলিম সমাজও দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হলো গুনাহর সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ, কবীরা গুনাহর সংখ্যা ইত্যাদি সম্বন্ধে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর তথ্যগুলো উম্মাহর সামনে উপাস্থাপন করা। আর এর মাধ্যমে মুসলিম ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে প্রশান্তির সুবাতাস আনয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখা।

গুনাহ সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা

গুনাহ সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণাসমূহ হলো–

১. নিষিদ্ধ কাজ করাকে গুনাহ বলে।
২. বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে বড়ো গুনাহ (কবীরা গুনাহ) হয় এবং ছোটো নিষিদ্ধ কাজ করলে ছোটো গুনাহ (ছগীরা গুনাহ) হয়।
৩. মাত্রার দৃষ্টিকোণ থেকে গুনাহ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত– ছগীরা ও কবীরা।
৪. বিভিন্ন মত অনুযায়ী কবীরা গুনাহর সংখ্যা ৭০ থেকে ১৪০।

গুনাহ সম্পর্কিত প্রচলিত ধারণার কুফল

গুনাহর প্রচলিত সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগের কারণে ব্যক্তি ও জাতি হিসেবে মুসলিমদের এবং সাধারণভাবে মানব সভ্যতার যে প্রধান ও মূল ক্ষতিগুলো হচ্ছে তা হলো–

১. করণীয় কাজ না করার পর গুনাহগার হওয়া থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে বিকল্প ব্যবস্থা আল্লাহ রেখেছেন তার সুবিধা থেকে মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে ইসলাম পালন করা সাধারণ মানুষের জন্য কঠিন হয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে করণীয় কাজ না করাও একটি নিষিদ্ধ বিষয়।
২. ছোটো নিষিদ্ধ কাজ করার ধরনের ভিত্তিতে বড়ো গুনাহ হতে পারে– এ তথ্যটি অগোচরে থেকে যাওয়ার কারণে অসংখ্য মুসলিম মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

গুনাহর প্রকৃত সংজ্ঞা

গুনাহর প্রকৃত সংজ্ঞা হলো– সমানের চেয়ে কম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর (বাধ্য-বাধকতা/Excuse), অনুশোচনা (Repentance) ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করাকে গুনাহ বলে।

অন্য কথায় নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়া এবং হলে তার মাত্রা নির্ভর করে তিনটি শর্তের ওপর–

১. ওজর (বাধ্য-বাধকতা) ও তার মাত্রা।
২. অনুশোচনা ও তার মাত্রা।
৩. উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ও তার মাত্রা।

ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়ার শর্ত হওয়ার প্রমাণ

মহান আল্লাহ প্রদত্ত তিনটি উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও Common sense-এর ভিত্তিতে বিষয়টি জানার চেষ্টা করবো।

Common sense/আকল

১. ওজর (বাধ্য-বাধ্যকতা) নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়ার শর্ত হওয়ার বিষয়ে Common sense : হত্যা করা একটি বড়ো অপরাধ (গুনাহ)। মানুষ তাদের Common sense-এর আলোকে যে আইন তৈরি করেছে (মানব রচিত আইন) তাতে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য আক্রমনকারীকে হত্যা করলে অপরাধ ধরা হয় না।

তাই Common sense অনুযায়ী, নিষিদ্ধ কাজ করার পর অপরাধ (গুনাহ) হওয়ার বিষয়ে ওজর একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

২. অনুশোচনা নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়ার শর্ত হওয়ার বিষয়ে Common sense : অন্যায় কাজ করে কেউ যদি মন থেকে

সত্যিকারভাবে দুঃখ প্রকাশ করে তবে মানুষ সাধারণত তাকে ক্ষমা করে দেয়। দুঃখ প্রকাশ করা মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা অনুশোচনার বহিঃপ্রকাশ। মহান আল্লাহ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি দয়ালু ও ক্ষমাশীল। তাই Common sense অনুযায়ী সহজেই বলা যায় যে– নিষিদ্ধ কাজ করার পর কেউ যদি মন থেকে অনুশোচনা প্রকাশ করে তবে আল্লাহর সে গুনাহ মাফ করে দেওয়ারই কথা।

আর তাই Common sense অনুযায়ী– ইসলামী জীবন বিধানে অনুশোচনা নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়ার একটি শর্ত।

৩. **উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়ার শর্ত হওয়ার বিষয়ে Common sense :** যে ব্যক্তি ওজরের (বাধ্য-বাধকতা) কারণে মনে অনুশোচনা সহকারে কোনো একটি কাজ করে সে ঐ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা অবশ্যই করবে। পক্ষান্তরে যদি দেখা যায় ব্যক্তি একটি কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে করছে তবে নিশ্চয়তা সহকারে বলা যায় যে– কাজটি সে বাধ্য-বাধকতার কারণে করছে না এবং তার মনে কাজটি করার ব্যাপারে কোনো অনুশোচনা নেই।

তাই Common sense অনুযায়ী– ইসলামী জীবন বিধানে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা, নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার শর্ত হওয়ার কথা।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী যেকোনো বিষয়ে Common sense-এর রায় হলো ঐ বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়। তাই এ পর্যায়ে এসে বলা যায়, ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– ওজর (বাধ্য-বাধকতা), অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার শর্ত।

আল কুরআন

তথ্য-১

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

নিশ্চয় তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত (জীব), (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের গোস্ত এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে।

তবে যে বিদ্রোহী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়ে (তা খেতে) বাধ্য হবে তার কোনো গুনাহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা বাকারা/২ : ১৭৩)

ব্যাখ্যা : মহান আল্লাহ এ আয়াতে প্রথমে জানিয়ে দিয়েছেন– মৃত জীব, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকর এবং যে সকল জীব আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবেহ করা হয়েছে তা খাওয়া হারাম তথা কবীরা গুনাহ। তারপর উল্লিখিত জিনিসগুলো যে পরিস্থিতিতে খেলে গুনাহ হবে না তার দুটি এখানে আল্লাহ তা'য়ালা জানিয়ে দিয়েছেন। অবস্থা দুটি হলো–

১. খেতে বাধ্য হওয়া তথা গুরুতর ওজর থাকা।

২. বিদ্রোহী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হওয়া।

অর্থাৎ প্রচণ্ড অনুশোচনা সহকারে যতটুকু না খেলে জীবন বাঁচে না ততটুকু খাওয়া।

এ আয়াতের আলোকে তাই বলা যায়– নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার দুটি শর্ত হলো–

১. ওজর (বাধ্য-বাধকতা/Excuse)।

২. অনুশোচনা (Repentance)।

তথ্য-২

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ .....

তোমরা তাদের (পালিত পুত্রদের) ডাকো তাদের পিতৃপরিচয়ে। আল্লাহর কাছে এটা অধিক ন্যায়সংগত। যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং বন্ধু। এ ব্যাপারে তোমরা কোনো ভুল করলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই। **তবে** তোমাদের মন যা ইচ্ছাকৃতভাবে করে (তা অপরাধ হবে)। ... ...

(সুরা আহযাব/৩৩ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়, ভুল করে কোনো নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হয় না। গুনাহ হয় নিষিদ্ধ কাজ– ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশি মনে বা অনুশোচনাহীনভাবে করলে।

তথ্য-৩

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً ۗ ....

মু'মিনগণ যেন মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে (প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার মতো) বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে; যে তা করবে আল্লাহর সাথে তার কোনো (ঈমানের) সম্পর্ক থাকবে না, **তবে** তাদের পক্ষ থেকে (প্রচণ্ড) কোনো ক্ষতির ভয় থাকলে (বাহ্যত) ঐরূপ করলে দোষ নেই। ... ...

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ২৮)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে প্রথমে এমন কাফিরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়েছে যার মাধ্যমে নিজে প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কাফিরদেরকে প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার মতো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা একটি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ। আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন যারা কাফিরদেরকে প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার মতো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবে তাদের সাথে তাঁর ঈমানের সম্পর্ক থাকবে না। অর্থাৎ এটিতে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ। আয়াতটির শেষে মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, কোন অবস্থায় এ নিষিদ্ধ কাজটি করলে গুনাহ হবে না। সে অবস্থাটি হলো– কাফিরদের পক্ষ থেকে প্রচণ্ড ক্ষতির ভয় অর্থাৎ প্রচণ্ড ওজর থাকা।

তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ওজর একটি শর্ত।

তথ্য-৪

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ۖ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত পশু, (প্রবাহিত) রক্ত, শূকরের গোশত, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে জবাইকৃত পশু, শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হওয়া

পশু, প্রহারে মৃত্যু হওয়া পশু, ওপর থেকে পড়ে মৃত্যু হওয়া পশু, শিং-এর আঘাতে মৃত্যু হওয়া পশু এবং হিংস্র জন্তুতে খাওয়া পশু, তবে যা তোমরা জবাই করতে পেরেছো তা ছাড়া। (আরো হারাম করা হচ্ছে) পূজার বেদীতে বলী দেওয়া পশু এবং জুয়ার তীর দিয়ে ভাগ্য নির্ধারণ করা। এ সব পাপ-কাজ। আজ কাফিররা তোমাদের জীবন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণে হতাশ হয়ে গেছে সুতরাং তাদেরকে ভয় করো না, শুধু আমাকেই ভয় করো। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে (জীবন-ব্যবস্থাকে) পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের জন্য আমার নেয়ামতকে পূর্ণ করলাম ও জীবন-ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামকে মনোনীত করলাম। **তবে** কেউ গুনাহ করার প্রবণতা ছাড়া তীব্র ক্ষুধার তাড়নায় (হারাম কিছু খেতে) বাধ্য হলে (ভিন্ন কথা)। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(সুরা আল মায়েদা/৫ : ৩)

ব্যাখ্যা : আয়াতে কারীমার প্রথমে হারাম খাবারের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। আর আয়াতটির শেষে এ খাবারগুলো সম্পর্কে বলা হয়েছে– 'তবে কেউ গুনাহ করার প্রবণতা ছাড়া তীব্র ক্ষুধার তাড়নায় খেতে বাধ্য হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।'

তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়, হারাম খাবার খাওয়ার পর তথা নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে দুটি শর্ত হলো–

১. ওজর তথা বাধ্য-বাধকতা।
২. গুনাহ করার প্রবণতা না থাকা তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে না করা। অর্থাৎ মনে কষ্ট বা অনুশোচনা থাকা।

তথ্য-৫

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ؕ .

আর অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা প্রতিশোধ গ্রহণ করে (অত্যাচার করে) তাদের বিরুদ্ধে (ব্যবস্থা গ্রহণের) কোনো পথ নেই।

(সুরা শুরা/৪২ : ৪১)

ব্যাখ্যা : অত্যাচার করা একটি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ। এ আয়াত অনুযায়ী অত্যাচারিত হওয়ার পর অত্যাচার করলে (প্রতিশোধ নিলে) কোনো শাস্তি নেই। কারণ, এতে কোনো অপরাধ হয় না। তাই এ আয়াতের আলোকেও বলা যায়– নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে ওজর একটি শর্ত।

তথ্য-৬

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ .

যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহকে অমান্য করে শুধুমাত্র বাধ্য হওয়া অবস্থায় কিন্তু তার মন থাকে ঈমানে অবিচল (তার কোনো গুনাহ নেই)। তবে যে অমান্য করার ব্যাপারে তার সদর (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মন) উন্মুক্ত রাখে তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ। আর তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

(সুরা নাহল/১৬ : ১০৬)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তথা কুরআনকে অমান্য করা একটি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ। তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়, নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়ে দুটি শর্ত হলো–

১. ওজর তথা বাধ্য-বাধকতা।
২. মন উন্মুক্ত না রাখা তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে না করা। অর্থাৎ মনে কষ্ট বা অনুশোচনা থাকা।

তথ্য-৭

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰىهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ۭ قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِي الْاَرْضِ ۭ قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ۭ فَاُولٰۗىِٕكَ مَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَسَاۗءَتْ مَصِيْرًا ۙ . اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاۗءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا ۙ . فَاُولٰۗىِٕكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّعْفُوَ عَنْهُمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا .

নিশ্চয় নিজেদের আত্মার ওপর জুলুমকারীদের (মনের বিরুদ্ধে গুনাহের কাজ করা মু'মিনদের) প্রাণ হরণকালে ফেরেশতাগণ বলে– তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা বলে– পৃথিবীতে আমরা অসহায় ছিলাম। তখন তারা (ফেরেশতারা) বলে– আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যেখানে তোমরা হিজরাত করতে পারতে? তাদের আবাসস্থল জাহান্নাম। আর তা কতই না মন্দ আবাস! **তবে** যেসব (প্রকৃত) অসহায় পুরুষ, নারী ও শিশু (হিজরাতের জন্য) কোনো উপায় খুঁজে পায় না এবং কোনো পথও পায় না (তাদের কথা স্বতন্ত্র)। অতঃপর আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ মার্জনাকারী ও অতি ক্ষমাশীল ।

(সুরা নিসা/৪ : ৯৭-৯৯)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়, নিজ বসবাস স্থানে অবস্থান করে মনের বিরুদ্ধে গুনাহর কাজ করে যেতে থাকা মু'মিনদের মৃত্যুর সময় ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করবে– নিজ বসবাস স্থানে তারা কী অবস্থায় ছিল। জবাবে ঐ মু'মিনরা বলবে– তারা অসহায় ছিল। তখন ফেরেশতারা বলবে– 'আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যেখানে তারা হিজরাত করতে পারতো?' এ কথার মাধ্যমে ফেরেশতারা ঐ মু'মিনদের জানিয়ে দিয়েছে– তারা ঐ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য পৃথিবীর যেখানে গেলে ইসলাম পরিপূর্ণরূপে পালন করা যেত সেখানে চলে যায়নি কেন? এ কারণে তাদেরকে জাহান্নামে যেতে হবে বলে জানানো হয়েছে।

আয়াতটির শেষে যেসব পুরুষ, নারী ও শিশু প্রকৃতভাবে অসহায় ছিল এবং যারা হিজরাতের জন্য কোনো উপায় খুঁজে পায়নি এবং যাদের পথ জানা ছিল না তথা যাদের প্রকৃত ওজর ছিল তারা ক্ষমা পাবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

তাই এ আয়াত থেকে জানা যায়, নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া না হওয়ার বিষয়ে দুটি শর্ত হলো–

১. উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা।
২. ওজর থাকা।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী– কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়।

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে– ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো ওজর (বাধ্য-বাধকতা), অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়া চেষ্টা নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার শর্ত। ওপরে উল্লিখিত কুরআনের আয়াতগুলো ইসলামের ঐ প্রাথমিক রায়কে স্পষ্ট ও দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার বিষয়টি নির্ভর করে তিনটি শর্তের ওপর। শর্ত তিনটি হলো–

১. ওজর (বাধ্য-বাধকতা/Excuse)।
২. অনুশোচনা (Repentance)।
৩. উদ্ধার পাওয়া চেষ্টা।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস)

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ...حَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ... ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي قَالَ : فَلاَ تُعْطِهِ مَالَكَ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتَلَنِي قَالَ : قَاتِلْهُ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي قَالَ : فَأَنْتَ شَهِيدٌ. قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ قَالَ : هُوَ فِي النَّارِ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি আবূ কুরাইব মুহাম্মাদ ইবনুল 'আলা রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বলেন, এক ব্যক্তি রসূল স.-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রসূল! যদি কোনো লোক আমার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নিতে আসে তাহলে সে ব্যাপারে আপনি কী বলেন? জবাব দিলেন– তোমার ধন-সম্পদ তাকে দিও না। ঐ ব্যক্তি আবার বলল, আপনি কী বলেন– যদি সে আমাকে সশস্ত্র আক্রমণ করে? জবাব দিলেন– তুমিও তাকে আক্রমণ করো। লোকটি বললো, আপনি কী বলেন– সে যদি আমাকে হত্যা করে? তিনি বলেন– তাহলে তুমি শহীদ। ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আর যদি আমি তাকে হত্যা করি তাহলে সে ক্ষেত্রে আপনি কী বলেন? জবাব দিলেন– তাহলে সে জাহান্নামে যাবে।

- মুসলিম, *আস সহীহ*, হাদীস নং-৩৭৭
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কাউকে আক্রমণ করা বা হত্যা করা দুটি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ। হাদীসটি থেকে জানা যায় কেউ যদি আক্রমণ বা হত্যা করতে আসে তবে তাকে আক্রমণ বা হত্যা করলে গুনাহ নেই। তাই এ হাদীসটি থেকে জানা যায়– নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার অন্যতম একটি শর্ত হলো ওজর (বাধ্যবাধকতা)।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِي ... ... أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ... ...عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَخَذَ

الْمُشْرِكُونَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ فَلَمْ يَتْرُكُوهُ حَتَّى سَبَّ النَّبِيَّ ﷺ وَذَكَرَ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ ثُمَّ تَرَكُوهُ فَلَمَّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ : شَرٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تُرِكْتُ حَتَّى نِلْتُ مِنْكَ وَذَكَرْتُ آلِهَتَهُمْ بِخَيْرٍ. قَالَ : كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ؟ قَالَ : مُطْمَئِنًّا بِالإِيمَانِ. قَالَ : إِنْ عَادُوا فَعُدْ.

ইমাম বায়হাকী রহ. আবূ উবাইদা মুহাম্মাদ ইবন আম্মার ইবন ইয়াসির তাঁর পিতার বর্ণনা সনদের সপ্তম ব্যক্তি আবূ আব্দুল্লাহ আল-হাফিজ রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু উবাইদা মুহাম্মদ ইবনে আম্মার ইবনে ইয়াসির তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আম্মার ইবনে ইয়াসির রা.-কে যখন মুশরিকরা ধরলো তখন তিনি তাদের প্রভুদেরকে ভালো আর মুহাম্মাদ স.-কে মন্দ না বলা পর্যন্ত ছাড়া পেলেন না। যখন তিনি নবী করীম স.-এর কাছে আসলেন তখন নবী কারীম স. তাকে জিজ্ঞেস করলেন তোমার রায় কী ছিল? আম্মার রা. বললেন হে আল্লাহর রসূল ভালো নয়, তাদের প্রভুদেরকে ভালো আর আপনাকে মন্দ না বলা পর্যন্ত তারা আমাকে ছাড়েনি। তখন নবী কারীম স. বললেন, তোমার মনের অবস্থা কেমন ছিল? তিনি বললেন– আমার মন ঈমানের ওপর দৃঢ় ছিল। তখন নবী কারীম স. বললেন– তারা যদি আবার ধরে তাহলে আবার বলবে।

- বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হাদীস নং ১৭৩৫০।
- হাদীসটির সনদ মুরসাল ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কাফিরদের ইলাহকে ভালো এবং আল্লাহ তা'য়ালা ও রসূল স.-কে মন্দ বলা অত্যন্ত বড়ো গুনাহ। হাদীসটি থেকে জানা যায় প্রচণ্ড অত্যাচারের ভয়ে এটি করলে গুনাহ হয় না। তাই এ হাদীসটি থেকেও বোঝা যায়– ওজর, নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়ার একটি শর্ত।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الإِمَامُ مُسْلِمٌ . . . . . حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى . . . . . أَنَّ أُمَّهُ أُمَّ كُلْثُومٍ بِنْتَ عُقْبَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ : لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا.

ইমাম মুসলিম রহ. উম্মে কুলসূম বিনতে 'উকবাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি হারমালাহ বিন ইয়াহইয়া রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– উম্মে কুলসূম রা. শুনেছেন, রসূলুল্লাহ স. বলেন– সে ব্যক্তি মিথ্যুক নয়, যে মানুষের পরস্পর বিরোধ মীমাংসা করে এবং সে উক্ত উদ্দেশ্যেই ভালো কথা বলে এবং তা বানিয়ে বলে।

- মুসলিম, *আস সহীহ*, হাদীস নং ৬৭৯৯।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ইসলামী জীবনবিধানে বাস্তবে ঘটেনি বা উপস্থিত নেই এমন কথা বানিয়ে বলা সাধারণভাবে গুনাহ। কিন্তু আলোচ্য হাদীস থেকে জানা যায়– একজন ব্যক্তি যদি একান্তভাবে মানুষের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসা করার জন্য কোনো কথা বানিয়ে বলে তবে সে মিথ্যাবাদী বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ এটিতে কোনো গুনাহ হবে না। আর এর কারণ হলো– কথাটি বানানো হয়েছে একান্তভাবে মানুষের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার জন্য। মানুষের মধ্যকার বিরোধ ব্যক্তি বা সমাজের বিরাট অকল্যাণ বয়ে আনতে পারে। এটি একটি বিরাট ওজর বা বাধ্য-বাধকতা।

তাই হাদীসটি অনুযায়ী যথাযথ গুরুত্বের ওজর থাকলে নিষিদ্ধ কাজ করায় গুনাহ হয় না।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ أَبو داود..... الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ..... عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلاَّ فِي ثَلاَثٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لاَ أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُولُ الْقَوْلَ وَلاَ يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ الإِصْلاَحَ وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْبِ وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا.

ইমাম আবূ দাউদ রহ. উম্মে কুলসূম বিনতে 'উকবাহ রা.-এর বর্ণনা সনদের ৬ষ্ঠ ব্যক্তি রবী' বিন সুলাইমান থেকে শুনে তাঁর 'আস-সুনান' গ্রন্থে লিখেছেন- উম্মে কুলসূম বিন 'উকবাহ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ স. কে বলতে শুনেছি যে, তিন জায়গায় মিথ্যা কথা বলা যায়। তিনি স. বলেন, আমি মিথ্যা মনে করিনা যখন– কোন ব্যক্তি মানুষের পরস্পর বিরোধ

মীমাংসার জন্য কোনো কথা বানিয়ে বলবে। তার উদ্দেশ্য কেবল বিরোধ মীমাংসাই। **অনুরূপভাবে** কোনো ব্যক্তি শত্রু পক্ষের সঙ্গে যুদ্ধে জেতার জন্য কোনো কথা বানিয়ে বলবে। **তেমনিভাবে** কোনো পুরুষ নিজ স্ত্রীর সঙ্গে এবং কোনো মহিলা নিজ স্বামীর সঙ্গে কোনো কথা বানিয়ে বলবে।

- আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হাদীস নং ৪৯২৩।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়, তিন সময় মিথ্যা কথা বললে গুনাহ হবে না–

১. মানুষের মধ্যকার বিরোধ মীমাংসার সময়।
২. যুদ্ধের সময়।
৩. স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক ঠিক রাখার জন্য।

অবস্থা তিনটিতে মিথ্যা বলার মতো নিষিদ্ধ কাজ করায় গুনাহ না হওয়ার ওজর/কারণ হলো মানব সমাজ বা পরিবারের অশান্তি। তাই হাদীসটি অনুযায়ীও যথাযথ গুরুত্বের ওজর থাকলে নিষিদ্ধ কাজ করায় গুনাহ হয় না।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم... ... ... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... ... عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.

ইমাম মুসলিম রহ. তারিক ইবন শিহাব রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আবূ বকর ইবন আবী শায়বা রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– তারিক ইবনু শিহাব (আবূ বাক্‌র ইবনু আবী শাইবার হাদীস) থেকে বর্ণিত– মারওয়ান ঈদের দিন সালাতের পূর্বে খুতবা দেওয়ার প্রথা প্রচলন করে। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "খুতবার আগে সালাত (সম্পন্ন করুন)"। মারওয়ান বললেন– এখন থেকে সে নিয়ম পরিত্যাগ করা হলো। সাথে সাথে

আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রা. উঠে বললেন– ঐ ব্যক্তি তার কর্তব্য পালন করেছে। আমি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগে) পরিবর্তন করে দেয়। যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ দিয়ে (প্রতিবাদ করে) তা পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে, তখন মন দিয়ে তা করবে (মনে অনুশোচনা রাখবে ও পরিকল্পনা করবে)। তবে এটা ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক।

◆ মুসলিম, *আস সহীহ*, হাদীস নং-১৮৬।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : রসূল স. হাদীসটির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে– অন্যায় হতে দেখলে মু'মিনকে তা হাত দিয়ে বন্ধ করতে হবে। সে ক্ষমতা না থাকলে মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে। অর্থাৎ অন্যায় হাত দিয়ে বন্ধ করার ব্যাপারে যথাযথ ওজর তথা জীবনহানির ভয় থাকলে মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে। সে ক্ষমতাও না থাকলে মন দিয়ে তা করতে হবে। অর্থাৎ অন্যায়কে মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করার ব্যাপারে যথাযথ ওজর তথা জীবনহানির ভয় থাকলে মনে অনুশোচনা থাকতে হবে এবং মনে মনে ঐ অন্যায় বন্ধের পরিকল্পনা করতে হবে। আর মনে অনুশোচনা থাকা এবং মনে মনে ঐ অন্যায় বন্ধের পরিকল্পনা করা হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর। অর্থাৎ অন্যায় হতে দেখার পর যার মনে অনুশোচনা ও ঐ অন্যায় বন্ধের পরিকল্পনা নেই তার ঈমান নেই।

অন্যায় কাজ বন্ধ করা ইসলামের একটি বড়ো করণীয় কাজ। তাই অন্যায় কাজ বন্ধ করার বিষয়ে ভূমিকা না রাখা ইসলামের একটি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ। হাদীসটির আলোকে তাই সহজে বলা যায়, নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া না হওয়ার বিষয়ে দুটি শর্ত হলো–

১. ওজর (বাধ্য-বাধকতা)।
২. অনুশোচনা।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِي ... ... أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى... ... ...عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اِلَى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ اَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِاَهْلِهَا فَقَالَ يَارَبِّ اِنَّ فِيْهِمْ

عَبْدَكَ فُلَانًا لَمْ يَعْصِنِيْكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اَقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَاِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيْ سَاعَةٍ قَطُّ.

ইমাম আল বায়হাকী রহ. জাবির রা.-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তিদ্বয় আবূ আব্দিল্লাহ আল হাফিজ ও মুহাম্মাদ ইবনু মূসা রহ. থেকে শুনে তাঁর 'শুআবুল ঈমান' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির রা. বলেন, রসূল স. বলেছেন, মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ জিব্রাইল আ.-কে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক অমুক শহরকে তার অধিবাসীসহ উল্টিয়ে দাও। তিনি বললেন, হে রব! তাদের মধ্যে তো তোমার অমুক এক বান্দা আছে যে মুহূর্তের জন্যেও নাফরমানি করেনি (উপাসনামূলক আমল থেকে দূরে থাকেনি)। রসূল স. বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন– তাকেসহ সকলের ওপরই শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কারণ, সম্মুখে পাপাচার (অন্যায় কাজ) হতে দেখে মুহূর্তের জন্য তার চেহারা মলিন হয়নি।

- বাইহাকী, *শুআবুল ঈমান*, হাদীস নং-৭৫৯৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে অন্যায় হতে দেখলে তা বন্ধ করার ব্যাপারে ভূমিকা রাখা একটি বড়ো করণীয় কাজ (আমলে সালেহ)। আর তা না করা একটি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ। হাদীসটির মাধ্যমে জানা যায় আল্লাহর নাফারমানি না করা মানুষটিকে শহর উল্টিয়ে শাস্তি দেওয়ার কারণ হিসেবে মহান আল্লাহ যা জানিয়েছেন তা হলো- 'পাপাচার হতে দেখে মুহূর্তের জন্যে তার চেহারা মলিন না হওয়া'।

চেহারা মলিন হয় মনে অনুশোচনা বা দুঃখ থাকলে। তাই হাদীসটি থেকে বোঝা যায় নিষিদ্ধ কাজ করার পর মনে অনুশোচনা না থাকলে গুনাহ (অপরাধ) হবে এবং সে জন্যে শাস্তি পেতে হবে। অর্থাৎ নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া না হওয়ার একটি অন্যতম শর্ত হচ্ছে 'অনুশোচনা করা'।

হাদীস-৭ (সুন্নাহ)

রসূলুল্লাহ স. পুরোজীবন মক্কা শরীফে থেকে ইসলাম পালন করে যেতে পারতেন। কিন্তু যেহেতু মক্কায় জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ইসলাম পালন করা সম্ভব হচ্ছিল না তাই তিনি আল্লাহর নির্দেশে মদিনায় হিজরত করে চলে যান। আর মদিনায় গিয়ে প্রথমেই একটি ছোট্ট ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ইসলাম পালনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

তাই রসূল স.-এর সুন্নাহ থেকেও বোঝা যায়– নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া না হওয়ার একটি শর্ত হচ্ছে 'উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা'। অর্থাৎ যে অবস্থার কারণে গুনাহর কাজ করতে ব্যক্তি বাধ্য হচ্ছে সে অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করা।

♣♣ এ সকল হাদীস থেকে নিশ্চিতভাবে জানা যায়, নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ না হওয়ার শর্ত হলো–

১. ওজর (বাধ্য-বাধকতা/Excuse)।
২. অনুশোচনা (Repentance)।
৩. উদ্ধার পাওয়া চেষ্টা।

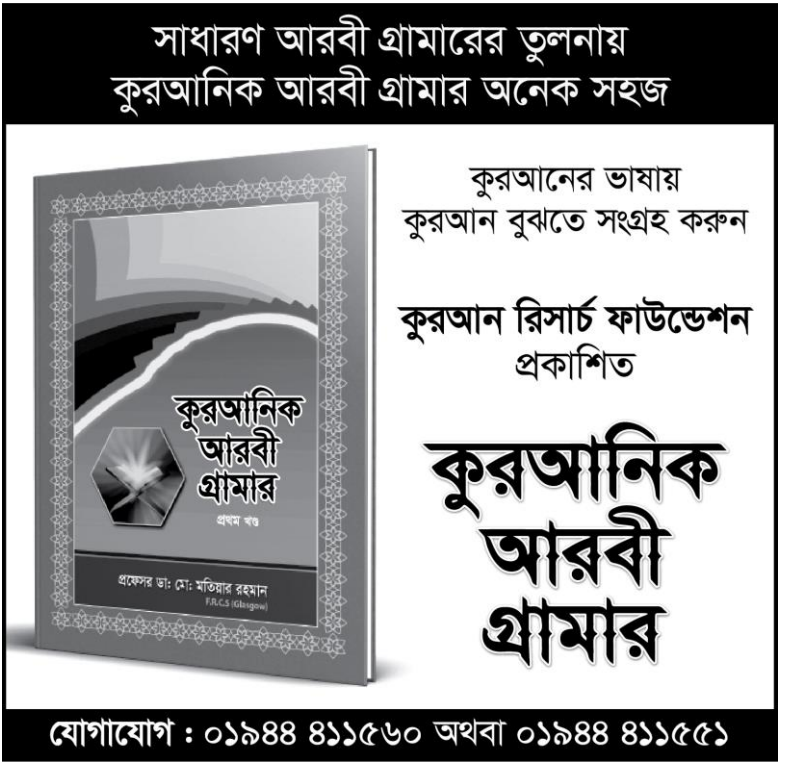

ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টার উপস্থিতির মধ্যে সম্পর্ক

যে ব্যক্তি ওজর তথা বাধ্য-বাধকতার কারণে কোনো কাজ করছে তার মনে অবশ্যই অনুশোচনা থাকবে এবং সে নিশ্চয় ঐ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি ওজর ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে কোনো কাজ করছে সে কখনই ঐ অবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা করবে না। তাই ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টার উপস্থিতির মধ্যে সম্পর্ক হলো–

১. একটি উপস্থিত থাকলে নিশ্চিত করে বলা যাবে অন্য দুটিও উপস্থিত আছে।

২. একটি অনুপস্থিত থাকলে নিশ্চিত করে বলা যাবে অন্য দুটিও উপস্থিত নেই।

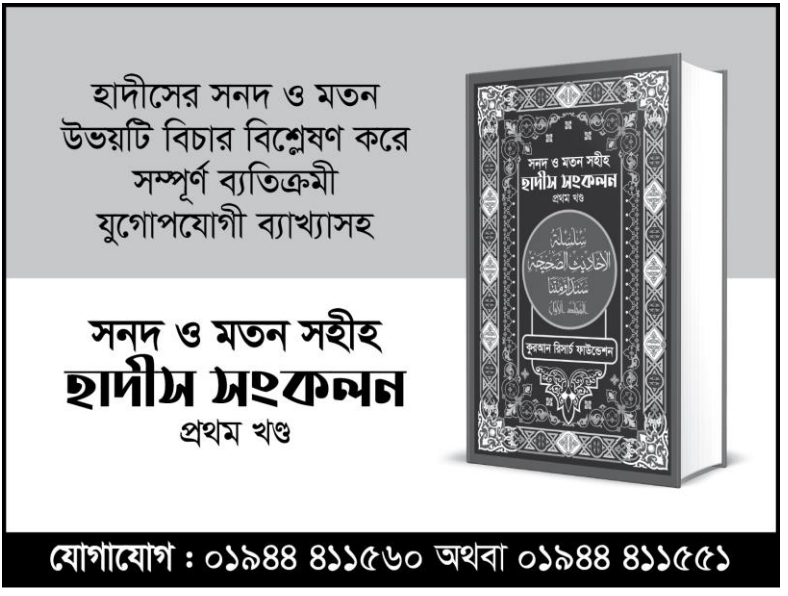

যে অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হয় না

Common sense

Common sense অনুযায়ী সমান গুরুত্বের ওজর ও অনুশোচনা সহকারে কোনো নিষিদ্ধ কাজ করলে অপরাধ হয় না। আর এজন্যে বিচারে তার শাস্তিও হয় না। যেমন– কেউ যদি নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যে অন্য কাউকে হত্যা করে তবে বিচারে তার শাস্তি হয় না। কারণ হত্যারূপ নিষিদ্ধ কাজটি সে সমান গুরুত্বের ওজরের কারণে করেছে।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী তাই বলা যায় ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে নিষিদ্ধ কাজ করায় গুনাহ হয় না।

আল কুরআন

তথ্য-১

وَجَزٰٓؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا .....

আর মন্দের প্রতিফল অনুরূপ (মাত্রার) মন্দ। ... ...

(সুরা শুরা/৪২ : ৪০)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতাংশের মাধ্যমে ইসলামী জীবন বিধানের একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ নীতি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। নীতিটি হলো– অন্যায়ের উত্তরে (প্রতিফলে) সমান মাত্রার অন্যায় ইসলাম সম্মত। অর্থাৎ অন্যায়ের উত্তরে সমান মাত্রার অন্যায় করলে (ব্যবস্থা নিলে) গুনাহ হয় না। এ সাধারণ নীতিটির প্রয়োগস্থল ব্যাপক। এর দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগস্থল হলো– অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া এবং নিষিদ্ধ কাজ করা। এ দুটি স্থানে নীতিটির প্রয়োগ বিধান হবে নিম্নরূপ–

১. অত্যাচারিত হওয়ার পর সমান (সমানুপাতিক) মাত্রার প্রতিশোধ নিলে অপরাধ তথা গুনাহ হয় না।

২. সমান মাত্রার ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে নিষিদ্ধ কাজ করায় গুনাহ হয় না।

তথ্য-২

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ۭ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۭ .....

তোমরা তাদেরকে (পালিত পুত্রদের) ডাকো তাদের পিতৃপরিচয়ে। আল্লাহর কাছে এটা অধিক ন্যায়সংগত। যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং বন্ধু। এ ব্যাপারে তোমরা কোনো ভুল করলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই। **তবে** তোমাদের মন যা ইচ্ছাকৃতভাবে করে (তা অপরাধ হবে)। ... ...

(সুরা আহযাব/৩৩ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির বক্তব্য হলো– ভুল করে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে তথা সমান গুরুত্বের ওজরের কারণে বাধ্য হয়ে নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হয় না। গুনাহ হয় নিষিদ্ধ কাজ– ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশি মনে বা অনুশোচনাহীনভাবে করলে।

তথ্য-৩

وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِّنْ سَبِيْلٍ ۭ .

আর অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা (সমান মাত্রার) প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের বিরুদ্ধে (ব্যবস্থা গ্রহণের) কোনো পথ নেই।

(সুরা শুরা/৪২ : ৪১)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটি হলো ১ নং তথ্যে বলা সাধারণ নীতিটি প্রয়োগের একটি ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য। আয়াতটির বক্তব্য হলো– অত্যাচারিত হওয়ার পর যারা সমান মাত্রার প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাদের শাস্তি দেওয়া যাবে না। কারণ, ইসলামের সাধারণ নীতি হলো সমান মাত্রার ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে নিষিদ্ধ কাজ করায় গুনাহ হয় না। আর তাই তাদের শাস্তি দেওয়া যাবে না।

তথ্য-৪

وَاِنَّ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَمَنْ يُّؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْهِمْ خٰشِعِيْنَ لِلّٰهِ ۙ لَا يَشْتَرُوْنَ بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيْلًا ۭ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيْعُ الْحِسَابِ .

আর নিশ্চয় আহলে কিতাবদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা অবশ্যই ঈমান এনেছে আল্লাহর প্রতি, তোমাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে (কুরআন) তার প্রতি, তাদের ওপর যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি, আল্লাহর (আদেশ পালনের) প্রতি নিষ্ঠাবান (এবং) আল্লাহর আয়াতের বিনিময়ে সামান্য কিছু ক্রয় করে না (ছোটো ওজরে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না)। এসব লোকদের জন্য তাদের প্রতিপালকের কাছে রয়েছে পুরস্কার (জান্নাত)। নিশ্চয় আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ১৯৯)

ব্যাখ্যা : এ আয়াত থেকে নিশ্চয়তা সহকারে জানা যায় যে, আহলে কিতাব পরিবারে থাকা (গোপন) মু'মিনগণ জান্নাতে যেতে পারবে নিম্নের শর্তগুলো পূরণ করতে পারলে–

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনতে হবে।
২. কুরআনকে বিশ্বাস করতে হবে।
৩. তাদের প্রতি নাযিল হওয়া কিতাবকে বিশ্বাস করতে হবে।
৪. আল্লাহর আদেশ পালনের প্রতি নিষ্ঠাবান হতে হবে।
৫. ছোটো ওজরের কারণে আল্লাহর আদেশ অমান্য করা যাবে না তথা বড়ো ওজরের কারণে আল্লাহর আদেশ অমান্য করা যাবে।

এ আয়াত থেকে জানা যায়, আহলে কিতাব পরিবারে থাকা গোপন মু'মিনগণের জান্নাত পাওয়ার একটি শর্ত হলো– ছোটো নয়, বড়ো ওজরের কারণে আল্লাহর আদেশ অমান্য করা। এর কারণ হলো– বড়ো (সমানুপাতিক) গুরুত্বের ওজরের কারণে আল্লাহর আদেশ অমান্য করলে গুনাহ হয় না।

তথ্য-৫

আগের অধ্যায়ে আমরা অনেকগুলো আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে সাধারণভাবে বলা হয়েছে– বাধ্য হয়ে, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হয় না। আয়াতসমূহের প্রকৃত বক্তব্য হলো– সমান তথা সমানুপাতিক গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হয় না।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী তাই বলা যায় ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে নিষিদ্ধ কাজ করায় গুনাহ হয় না।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস

আগের অধ্যায়ে অনেকগুলো হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে সাধারণভাবে বলা হয়েছে– বাধ্য হয়ে, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হয় না।

হাদীসসমূহের প্রকৃত বক্তব্য হলো– সমান তথা সমানুপাতিক গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হয় না।

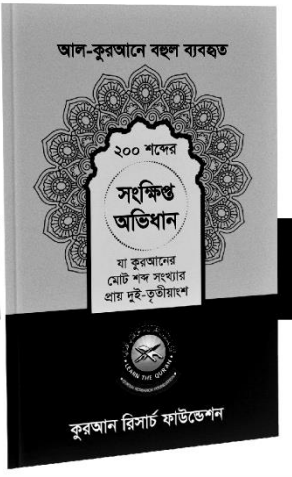

আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত
২০০ শব্দের
সংক্ষিপ্ত অভিধান

যা কুরআনের মোট শব্দ সংখ্যার
প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

কুরআন পড়তে কুরআন বুঝতে
সাথে রাখুন সবসময়...

মুসলিমদের হারিয়ে যাওয়া মৌলিক শতবার্তা

মুসলিম জাতির হারিয়ে যাওয়া
জীবন ঘনিষ্ঠ মৌলিক একশত বার্তা
ও **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**-এর
গবেষণা সিরিজগুলোর
মূল শিক্ষাসমূহ সংক্ষেপে ও সহজে
উপস্থাপিত হয়েছে এ বইয়ে।

যে অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে কুফরী (অস্বীকার করা) পর্যায়ের কবীরা গুনাহ হয়

Common sense

কোনো ব্যক্তি একটি বিষয়কে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করলে সেটি তার কাজে অবশ্যই প্রকাশ পাবে। তাই যদি দেখা যায়– কোনো ব্যক্তি একটি বিশ্বাসের বিপরীত কাজ ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশি মনে তথা কোনো ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া করছে, তবে সহজেই বলা যাবে ব্যক্তিটি ঐ বিষয়টি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করে না তথা অবিশ্বাস করে।

তাই যদি দেখা যায়, একজন ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে তথা কোনো ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া ঈমানের দাবী বিরোধী কথা বলছে বা কাজ করছে তবে সহজেই বলা যাবে যে– ব্যক্তিটি মুখে ঈমানের দাবী করলেও অন্তরে সে প্রকৃতভাবে ঈমান আনেনি।

Common sense অনুযায়ী তাই সহজে বলা যায়– কোনো ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া ইসলাম (কুরআন ও সুন্নাহ) নিষিদ্ধ কাজ করলে আল্লাহ তা'য়ালা বা রসূল স.-কে অস্বীকার করা পর্যায়ের গুনাহ তথা কুফরী পর্যায়ের কবীরা গুনাহ হবে।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী তাই বলা যায় ইসলামের প্রাথমিক রায় হলো– ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে ইসলাম (কুরআন ও সুন্নাহ) নিষিদ্ধ কাজ করা কুফরী পর্যায়ের কবীরা গুনাহ।

আল কুরআন

তথ্য-১

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِيْ شَيْءٍ اِلَّآ اَنْ تَتَّقُوْا مِنْهُمْ تُقٰىةً ۭ .....

মু'মিনগণ যেন মু'মিনদের পরিবর্তে কাফিরদেরকে (প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার মতো) বন্ধু হিসাবে গ্রহণ না করে। যে তা করবে আল্লাহর সাথে তার কোনো (ঈমানের) সম্পর্ক থাকবে না, তবে তাদের পক্ষ থেকে (প্রচণ্ড) কোনো ক্ষতির ভয় থাকলে (বাহ্যত) ঐরূপ করলে দোষ নেই।

(সুরা আলে-ইমরান/৩ : ২৮)

ব্যাখ্যা : ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কাফিরদেরকে প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার মতো বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা একটি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ। তাই আয়াতটির শিক্ষা হলো–

১. বাধ্য হয়ে তথা যথাযথ ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হয় না।
২. ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাবিহীন অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে আল্লাহর সাথে ঈমানের সম্পর্ক থাকবে না। অর্থাৎ এটিতে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হয়।
৩. নিষিদ্ধ কাজ করার পর অনুশোচনা থাকা হলো মনে ঈমান থাকার প্রমাণ। অন্যদিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে নিষিদ্ধ কাজ করা মনে ঈমান না থাকার প্রমাণ। আর তাই এটিতে কুফরী পর্যায়ের কবীরা গুনাহ হয়।

তথ্য-২

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَئِنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ .

যে ব্যক্তি ঈমান আনার পর আল্লাহকে অমান্য করে শুধুমাত্র বাধ্য হওয়া অবস্থায় কিন্তু তার মন থাকে ঈমানে অবিচল (তার কোনো গুনাহ নেই)। তবে যে অমান্য করার ব্যাপারে তার সদর (সম্মুখ ব্রেইনে থাকা মন) উন্মুক্ত রাখে তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ। আর তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি।

(সুরা নাহাল/১৬ : ১০৬)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে প্রথমে বলা হয়েছে– যে মু'মিন বাধ্য হয়ে ইসলামের কোনো আমল অমান্য করে কিন্তু তার অন্তরে ঈমান অবিচল থাকে তবে তার কোনো গুনাহ হবে না। আর আয়াতটির শেষে বলা হয়েছে– অমান্য করার ব্যাপারে যে মন উন্মুক্ত রাখে তথা ইচ্ছাকৃতভাবে/খুশি মনে (অনুশোচনা বিহীনভাবে) ইসলাম অমান্য করে তার ওপর রয়েছে আল্লাহর ক্রোধ। কারণ, এটিতে তার কুফরী পর্যায়ের কবীরা গুনাহ হয়।

তথ্য-৩

اُدْعُوْهُمْ لِاٰبَآئِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ لَّمْ تَعْلَمُوْٓا اٰبَآءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِى الدِّيْنِ وَمَوَالِيْكُمْ ؕ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَآ اَخْطَاْتُمْ بِهٖ ۙ وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ؕ .....

তোমরা তাদের (পালিত পুত্রদের) ডাকো তাদের পিতৃপরিচয়ে। আল্লাহর কাছে এটা অধিক ন্যায়সংগত। যদি তোমরা তাদের পিতৃপরিচয় না জানো তবে তারা তোমাদের দ্বীনি ভাই এবং বন্ধু। এ ব্যাপারে তোমরা কোনো ভুল করলে তোমাদের কোনো অপরাধ নেই। **তবে** তোমাদের মন যা ইচ্ছাকৃতভাবে করে (তা অপরাধ হবে)। ... ...

(সুরা আহযাব/৩৩ : ৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– ভুল করে নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হয় না। গুনাহ হয় ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশি মনে বা অনুশোচনা বিহীন অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে। আর এ অবস্থায় যে গুনাহ হয় সেটি হলো কুফরী পর্যায়ের কবীরা গুনাহ।

তথ্য-৪

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ ؕ . فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ ۙ . وَلَا يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ؕ .

তুমি কি তাকে দেখেছো যে ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে (অস্বীকার করে)? এ তো সেই লোক যে ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেয়। আর সে মিসকিনকে খাদ্যদানে উৎসাহ দেয় না।

(সুরা মাউন/১০৭ : ১-৩)

ব্যাখ্যা : ইসলামী জীবনব্যবস্থাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হলো কুফরী পর্যায়ের কবীরা গুনাহ। তাই আয়াত তিনটির মাধ্যমে কুফরী পর্যায়ের গুনাহ করা লোকদের দুটি পরিচয় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে–

১. ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দেওয়া।
২. মিসকিনকে খাদ্যদানে উৎসাহ না দেওয়া।

তাই আয়াত তিনটির ভিত্তিতে বলা যায়– এ গুনাহ হবে ইচ্ছাকৃতভাবে, খুশি মনে বা অনুশোচনা বিহীন অবস্থায় ইয়াতীমকে রূঢ়ভাবে তাড়িয়ে দিলে বা মিসকিনকে খাদ্যদানে উৎসাহ না দিলে।

তথ্য-৫

وَالَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ رِئَآءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ وَمَنْ يَّكُنِ الشَّيْطٰنُ لَهٗ قَرِيْنًا فَسَآءَ قَرِيْنًا .

আর যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তারা না আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং না আখিরাতে। আর তাদের সঙ্গী হয় শয়তাই আর সে সঙ্গী কতই না মন্দ!

(সুরা নিসা/৪ : ৩৮)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটিতে বলা হয়েছে– যারা মানুষকে দেখানোর জন্য তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তারা আল্লাহকে ও আখিরাতে বিশ্বাস করে না। অর্থাৎ এ কাজের জন্য তাদের কুফরি পর্যায়ের গুনাহ হয়েছে। ওপরের আয়াতগুলোর সাথে মেলালে বলা যায়– এ গুনাহ হবে ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে তথা ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ব্যতীত মানুষকে দেখানোর জন্য ধন-সম্পদ ব্যয় করলে।

তথ্য-৬

اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ . وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ .

মানুষ কি মনে করেছে যে, আমরা ঈমান এনেছি বললেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে (আমলের মাধ্যমে) পরীক্ষা করা হবে না? অথচ আমরা তাদের পূর্ববর্তীদের পরীক্ষা করেছিলাম। অতঃপর আল্লাহকে অবশ্যই (আমলের মাধ্যমে) জেনে নিতে হবে (ঈমানের দাবীর ব্যাপারে) কে সত্যবাদী এবং অবশ্যই জেনে নিতে হবে কে মিথ্যাবাদী।

(সুরা আনকাবুত/২৯ : ২, ৩)

ব্যাখ্যা : আল্লাহ এখানে পূর্ববর্তীদের উদাহরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন– ঈমানের দাবিদার সকলকে কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে প্রমাণ করতে হবে সে ঈমান আনার ব্যাপারে সত্যবাদী।

তাই এ আয়াতের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়– যে ব্যক্তি কোনো ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে ঈমানের দাবী বিরোধী বড়ো বা ছোটো কোনো নিষিদ্ধ কাজ করবে সে ঈমানের দাবীর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী তথা মুনাফিক বলে প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ এতে তার কুফরীর গুনাহ হবে।

তথ্য-৭

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ .

নিশ্চয় তারাই মু'মিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনে এবং পরে সন্দেহ পোষণ করে না এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে (ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠার পথে) সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করে। তারাই (ঈমান আনার ঘোষণা দেওয়ার ব্যাপারে) সত্যবাদী।

(সুরা হুজুরাত/৪৯ : ১৫)

ব্যাখ্যা : আয়াতটিতে বলা হয়েছে– ঈমান আনার পর আর কোনো সন্দেহ পোষণ না করা এবং সম্পদ ও জীবন দিয়ে ইসলামকে সমাজে প্রতিষ্ঠার পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা ব্যক্তিগণ ঈমানের দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী। এর কারণ হলো– ঐ সকল কাজ (আমল) মনে ঈমান থাকার প্রমাণ।

তাই আয়াতটির ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়– যে ব্যক্তি কোনো ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে ঈমানের দাবী বিরোধী বড়ো বা ছোটো নিষিদ্ধ কাজ করবে সে ঈমানের দাবীর ব্যাপারে মিথ্যাবাদী বলে প্রমাণিত হবে। অর্থাৎ এতে তার কুফরী পর্যায়ের গুনাহ হবে।

তথ্য-৮

لَيْسَ الْبِرَّ اَنْ تُوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيّٖنَ وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ ۙ وَالسَّآئِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ ۚ وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عٰهَدُوْا ۚ وَالصّٰبِرِيْنَ فِى الْبَاْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِيْنَ الْبَاْسِ ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا ؕ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ .

(সালাতে শুধু) মুখ পূর্ব অথবা পশ্চিম দিকে ফিরানোতে কোনো কল্যাণ (সওয়াব) নেই। বরং সওয়াবের কাজ সে করে যে– আল্লাহ, আখিরাতের দিন, ফেরেস্তাগণ, (আসমানি) কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনে এবং আল্লাহর ভালোবাসায় নিজ ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও আটকানো ঘাড় (যে কোনো ধরনের দাসত্বের

শৃঙ্খল) মুক্তির জন্য দান করে, আর সালাত প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয়, অঙ্গীকার করলে তা পূর্ণ করে, বিপদ-আপদ, অভাব-অনটন ও যুদ্ধের সময়ে ধৈর্যধারণ করে। তারাই (ঈমানের দাবির ব্যাপারে) সত্যবাদী। আর তারাই হলো আল্লাহ-সচেতন ব্যক্তি।

(সুরা বাকারা/২ : ১৭৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতে কারীমাটিতে মহান আল্লাহ প্রথমে বলেছেন– সালাতের সময় মুখ পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফেরানো অর্থাৎ শুধু অনুষ্ঠান করার মধ্যে কোনো নেকী নেই। এরপর তিনি যে সকল কাজে নেকী আছে, তার কয়েকটির নাম উল্লেখ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে–

ক. আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতা, কিতাব ও নবীদের প্রতি ঈমান আনা।

খ. শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজ ধন-সম্পদ আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী ও আটকানো ঘাড় (যে কোনো ধরনের দাসত্বের শৃঙ্খল) মুক্তির জন্য দান করা।

গ. সালাত কায়েম করা।

ঘ. যাকাত আদায় করা।

ঙ. ওয়াদা করলে তা পূরণ করা এবং

চ. দারিদ্র্য, বিপদ-আপদ ও হক-বাতিলের দ্বন্দ্বের সময় হকের পক্ষে ধৈর্য ধারণ করা অর্থাৎ দৃঢ়পদে দাঁড়িয়ে থাকা।

আয়াতটির শেষে আল্লাহ বলেছেন– যে ব্যক্তিরা খ, গ, ঘ, ঙ ও চ বিভাগের কাজগুলো করে, তারাই শুধু ঈমান আনা দাবির ব্যাপারে সত্যবাদী এবং আল্লাহ সচেতন। এর কারণ হলো- ঐ সকল কাজ (আমল) অন্তরে ঈমান থাকার প্রমাণ।

তাই এ আয়াতের ভিত্তিতে Common sense-এর আলোকে সহজে বলা যায়, ঈমানের দাবীর মধ্যে পড়ে এমন যেকোনো আমল– কোনো ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া ছেড়ে দিলে প্রমাণিত হবে, ব্যক্তি ঈমানের দাবীর ব্যাপারে সত্যবাদী নয় অর্থাৎ সে মুনাফিক। এখান থেকেও তাই বোঝা যায়– কোনো ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে ইসলামের বড়ো বা ছোটো যেকোনো নিষিদ্ধ কাজ করলে কুফরী পর্যায়ের কবীরা গুনাহ হবে।

♣♣ ১৭ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত নির্ভুল জ্ঞানার্জন ও ব্যবস্থা গ্রহণের ইসলাম প্রদত্ত প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) অনুযায়ী– কোনো বিষয়ে ইসলামের প্রাথমিক রায়কে (Common sense-এর রায়) যদি কুরআন সমর্থন করে তবে ঐ প্রাথমিক

রায় হবে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায়। আমরা দেখলাম যে– ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে ইসলাম (কুরআন ও সুন্নাহ) নিষিদ্ধ কাজ করা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ তথ্যটি কুরআন দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। তাই ঐ প্রাথমিক রায় হবে ইসলামের চূড়ান্ত রায়।

অর্থাৎ ইসলামের চূড়ান্ত রায় হলো– ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে ইসলাম (কুরআন ও সুন্নাহ) নিষিদ্ধ কাজ করা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।

চূড়ান্ত রায়টি সমর্থনকারী হাদীস (সনদ ও মতন সহীহ হাদীস)
হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ... ... عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَهَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلاَةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلاَةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ. فَقَالَ قَدْ تُرِكَ مَا هُنَالِكَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَّا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ.

ইমাম মুসলিম রহ. তারিক ইবন শিহাব রহ.-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তি আবূ বকর ইবন আবী শায়বা রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– তারিক ইবনু শিহাব (আবূ বাক্‌র ইবনু আবী শাইবার হাদীস) থেকে বর্ণিত– মারওয়ান ঈদের দিন সালাতের পূর্বে খুতবা দেওয়ার প্রথা প্রচলন করে। এ সময় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, "খুতবার আগে সালাত (সম্পন্ন করুন)"। মারওয়ান বললেন– এখন থেকে সে নিয়ম পরিত্যাগ করা হলো। সাথে সাথে আবূ সা'ঈদ আল খুদরী রা. উঠে বললেন– ঐ ব্যক্তি তার কর্তব্য পালন করেছে। আমি রসূলুল্লাহ্ স.-কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ অন্যায় কাজ হতে দেখলে সে যেন হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগে) পরিবর্তন করে দেয়। যদি তার সে ক্ষমতা না থাকে, তবে মুখ দিয়ে (প্রতিবাদ করে) তা পরিবর্তন করবে। আর যদি সে সাধ্যও না থাকে, তখন মন দিয়ে তা করবে (মনে অনুশোচনা রাখবে ও পরিকল্পনা করবে)। তবে এটা ঈমানের দুর্বলতম পরিচায়ক।

- মুসলিম, *আস সহীহ*, হাদীস নং-১৮৬।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : রসূল স. হাদীসটির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন যে– অন্যায় হতে দেখলে মু'মিনকে তা হাত দিয়ে বন্ধ করতে হবে। সে ক্ষমতা না থাকলে মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে। অর্থাৎ অন্যায় হাত দিয়ে বন্ধ করার ব্যাপারে যথাযথ ওজর তথা জীবনহানির ভয় থাকলে মুখ দিয়ে তার প্রতিবাদ করতে হবে। সে ক্ষমতাও না থাকলে মন দিয়ে তা করতে হবে। অর্থাৎ অন্যায়কে মুখ দিয়ে প্রতিবাদ করার ব্যাপারে যথাযথ ওজর তথা জীবনহানির ভয় থাকলে মনে অনুশোচনা থাকতে হবে এবং মনে মনে ঐ অন্যায় বন্ধের পরিকল্পনা করতে হবে। আর মনে অনুশোচনা থাকা এবং মনে মনে ঐ অন্যায় বন্ধের পরিকল্পনা করা হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর। অর্থাৎ অন্যায় হতে দেখার পর যার মনে অনুশোচনা ও ঐ অন্যায় বন্ধের পরিকল্পনা নেই তার ঈমান নেই।

অন্যায় কাজ বন্ধ করা ইসলামের একটি বড়ো করণীয় কাজ। তাই অন্যায় কাজ বন্ধ করার বিষয়ে ভূমিকা না রাখা ইসলামের একটি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ। হাদীসটির আলোকে তাই সহজে বলা যায়– ওজরের কারণে করণীয় কাজ না করতে পারা তথা নিষিদ্ধ কাজ করার জন্য মনে অনুশোচনাও (ও সে কাজ বন্ধ করার পরিকল্পনা) যদি না থাকে তাহলে কুফরীর গুনাহ হবে। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে ইসলাম (কুরআন ও সুন্নাহ) নিষিদ্ধ কাজ করা কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।

হাদীস-২

رُوِيَ فِيْ مُسْنَدِ أَحْمَد حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ . . . . . عَنْ أَنَسٍ قَالَ مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلاَّ قَالَ: لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ.

মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থে আনাস ইবন মালিক রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আব্দুল্লাহ রহ. থেকে শুনে বর্ণনা করা হয়েছে– আনাস রা. বলেন, রসূলুল্লাহ স. এই কথা ছাড়া কখনও খুতবা দিতেন না যে, খিয়ানাতকারীর ঈমান নেই এবং ওয়াদা ভঙ্গকারীর দ্বীন নেই।

- আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং-১৩২২২।
- হাদীসটির সনদ হাসান।

ব্যাখ্যা : খিয়ানাত করা ও ওয়াদা ভঙ্গ করা দুটি বড়ো নিষিদ্ধ কাজ। পূর্বের অধ্যায়ে উল্লিখিত অনেক কুরআনের আয়াত এবং সনদ ও মতন সহীহ হাদীস থেকে আমরা জেনেছি সমান গুরুত্বের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে গুনাহ হয় না।

তাই আলোচ্য হাদীসের প্রকৃত শিক্ষা হলো– ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাবিহীন অবস্থায় খিয়ানাত করা ও ওয়াদা ভঙ্গ করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে। অর্থাৎ ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাবিহীন অবস্থায় ইসলামের যেকোনো নিষিদ্ধ কাজ করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

হাদীস-৩

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি আবূ বকর ইবন ইসহাক রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বর্ণিত। রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, মুনাফিকের চিহ্ন ৩টি– সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করলে ভঙ্গ করে এবং আমানাত রাখলে খিয়ানাত করে।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২২১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ২ নং হাদীসটির ব্যাখ্যা করে এ হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাবিহীন অবস্থায় ইসলামের যেকোনো নিষিদ্ধ কাজ করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

হাদীস-৪

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِم ... ... حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَم الْعَمِّيُّ ... ... عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ... ... وَقَالَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ

ইমাম মুসলিম রহ. পূর্বের হাদীসে উল্লিখিত আবূ হুরাইরা রা.-এর বর্ণনা সনদের উকবা ইবন মুকরাম রহ. থেকে শুনে তিনি তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ স. বলেন– মুনাফিকের চিহ্ন ৩টি (এরপর ৩ নং হাদীসটির বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্য অতঃপর) যদিও সে সওম পালন করে এবং সালাত আদায় করে এবং মনে করে যে, সে মুসলিম।

- মুসলিম, *আস-সহীহ*, হাদীস নং-২২১।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ২ নং হাদীসটির ব্যাখ্যা করে এ হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাবিহীন অবস্থায় ইসলামের যেকোনো নিষিদ্ধ কাজ করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

হাদীস-৫

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ... ... ... حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ... ... ...عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ.

ইমাম বুখারী রহ. আব্দুল্লাহ ইবন আমর রা.-এর বর্ণনা সনদের ষষ্ঠ ব্যক্তি কাবিসাহ ইবন 'উকবাহ রহ.-এর থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবদুল্লাহ বিন আমর রা. বলেন, রসূল স. বলেছেন, চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে পুরোপুরি মুনাফিক। আর যার মধ্যে তার একটি পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফিকির একটি স্বভাব অবশ্যই আছে, যদি সে তা পরিত্যাগ না করে। সে চারটি স্বভাব হচ্ছে– আমানত রাখা হলে সে খেয়ানাত করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, ওয়াদা করার পর তা ভঙ্গ করে এবং যখন ঝগড়া-বিবাদ করে তখন নীতি-নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করে।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৩৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : ওপরের হাদীসগুলোর মতো এ হাদীসটি ব্যাখ্যা করেও বলা যায়– খুশি মনে বা ইচ্ছাকৃতভাবে তথা ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা

ছাড়া আমানত খেয়ানাত করলে, মিথ্যা কথা বললে, ওয়াদা ভঙ্গ করলে এবং ঝগড়া-বিবাদ করার সময় নীতি-নৈতিকতার সীমা লঙ্ঘন করলে কুফরী পর্যায়ের গুনাহ হয়।

হাদীস-৬

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِي ... ... أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى... ... ...عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَوْحَى اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى جِبْرَئِيْلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنِ اقْلِبْ مَدِيْنَةَ كَذَا وَكَذَا بِأَهْلِهَا فَقَالَ يَارَبِّ إِنَّ فِيْهِمْ عَبْدَكَ فُلاَنًا لَمْ يَعْصِيْكَ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَالَ فَقَالَ اقْلِبْهَا عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيْ سَاعَةٍ قَطُّ.

ইমাম বায়হাকী রহ. জাবির রা.-এর বর্ণনা সনদের ৮ম ব্যক্তিদ্বয় আবূ আব্দিল্লাহ আল-হাফিজ ও মুহাম্মাদ ইবনু মূসা রহ. থেকে শুনে তাঁর 'শুআবুল ঈমান' গ্রন্থে লিখেছেন– জাবির রা. বলেন, রসূল স. বলেছেন– মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ জিব্রাইল আ.-কে নির্দেশ দিলেন যে, অমুক অমুক শহরকে তার অধিবাসীসহ উল্টিয়ে দাও। তিনি বললেন, হে রব! তাদের মধ্যে তো তোমার অমুক এক বান্দা আছে যে মুহূর্তের জন্যেও নাফরমানি করেনি (উপাসনামূলক আমল থেকে দূরে থাকেনি)। রসূল স. বলেন, তখন আল্লাহ্ তা'য়ালা বললেন– তাকেসহ সকলের ওপরই শহরটিকে উল্টিয়ে দাও। কারণ, সম্মুখে পাপাচার (অন্যায় কাজ) হতে দেখে মুহূর্তের জন্য তার চেহারা মলিন হয়নি।

- বাইহাকী, *শুআবুল ঈমান*, হাদীস নং-৭৫৯৫।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির মাধ্যমে জানা যায়– আল্লাহর নাফারমানি না করা তথা প্রচুর উপাসনামূলক ইবাদাত করা একজন মানুষকে শহর উল্টিয়ে শাস্তি দেওয়ার কারণ ছিল 'পাপাচার হতে দেখে মুহূর্তের জন্যেও তার চেহারা মলিন না হওয়া'।

চেহারা মলিন হয় মনে অনুশোচনা থাকলে। তাই সহজে বলা যায়– সম্মুখে অনুষ্ঠিত পাপাচার বন্ধ না করতে পারায় হাদীসটিতে উল্লিখিত প্রচুর উপাসনামূলক ইবাদাত করা ব্যক্তিটির মনে অনুশোচনাও ছিল না। অর্থাৎ

এটিতে তার কুফরির গুনাহ হয়েছে। আর তাই তাকে কঠিন শাস্তি পেতে হয়েছে।

সুতরাং এ হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাবিহীন অবস্থায় ইসলামের যেকোনো নিষিদ্ধ কাজ করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

হাদীস-৭

أَخْرَجَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ ... ...حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ... ...عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

ইমাম আল-বুখারী রহ. আবূ হুরায়রা রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ ইবন সিনান রহ. থেকে শুনে তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবু হুরায়রা রা. বলেন, রসূল স. বলেছেন– আমার সকল উম্মত জান্নাতবাসী হবে শুধু যে অস্বীকার করে সে ছাড়া। জিজ্ঞাসা করা হলো কে অস্বীকার করে হে রসূল স.? উত্তরে তিনি বললেন– যে আমার অনুসরণ করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমাকে অনুসরণ করল না সেই অস্বীকার করলো।

- বুখারী, *আস-সহীহ*, হাদীস নং ৬৮৫১
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : রসূল স.-কে অনুসরণ করার অর্থ হলো তার সকল সুন্নাহকে অনুসরণ করা। তাই অন্যান্য হাদীসগুলোর মতো এ হাদীসটি ব্যাখ্যা করেও বলা যায়– খুশি মনে বা ইচ্ছাকৃতভাবে তথা ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া রসূল স.-এর একটি ছোটো সুন্নাহকেও অমান্য করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

♣♣ এ হাদীসগুলোসহ আরও হাদীস থেকে জানা যায়– কোনো ধরনের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে ইসলাম নিষিদ্ধ (কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী) কাজ করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

মাত্রার দৃষ্টিকোণ থেকে
গুনাহর মোটা দাগের (Gross) শ্রেণিবিভাগ

Common sense

ইতোমধ্যে কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর ভিত্তিতে গুনাহের মাত্রা সম্পর্কিত ২টি অবস্থান আমরা নিশ্চিতভাবে জেনেছি। অবস্থান দুটি হলো–

১. **শূন্য গুনাহ (গুনাহ নয়) :** এটি ঘটে যখন নিষিদ্ধ কাজ সমান (সমানুপাতিক) গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা অবস্থায় করা হয়।

২. **কুফরী (অস্বীকার করা) ধরনের কবীরা গুনাহ :** এটি ঘটে যখন নিষিদ্ধ কাজ ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টাবিহীন অবস্থায় তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে করা হয়।

গুনাহর এ দুটি নিশ্চিত অবস্থানের ভিত্তিতে সহজে বলা যায়– নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হওয়া বা না হওয়া এবং হলে তার মাত্রা নির্ভর করে ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ও মাত্রার ওপর।

তাই Common sense অনুযায়ী গুনাহর মোটা দাগের (Gross) শ্রেণিবিভাগের চিত্ররূপ হবে নিম্নরূপ–

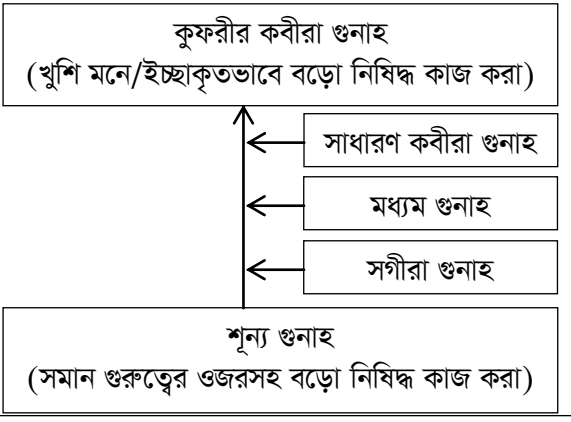

আর Common sense অনুযায়ী গুনাহর মোটা দাগের (Gross) শ্রেণিবিভাগের ভাষাগত রূপ হবে নিম্নরূপ–

১. শূন্য গুনাহ (গুনাহ নয়)

এটি সংঘটিত হয় যখন একটি নিষিদ্ধ কাজ সমান (সমানুপাতিক) গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় করা হয়। এ অবস্থানটি আমরা ইতোমধ্যে নিশ্চিতভাবে জেনেছি।

২. ছগীরা (ছোটো) গুনাহ

এ গুনাহ সংঘটিত হবে যখন একটি নিষিদ্ধ কাজ প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় করা হবে।

৩. মধ্যম গুনাহ

এ গুনাহ সংঘটিত হবে যখন একটি নিষিদ্ধ কাজ মধ্যম (৫০%) মাত্রার গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় করা হবে।

৪. সাধারণ কবীরা গুনাহ

এ গুনাহ সংঘটিত হবে যখন একটি নিষিদ্ধ কাজ প্রায় না থাকা মাত্রার ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা অবস্থায় করা হবে।

৫. কুফরী (অস্বীকার করা) ধরনের কবীরা গুনাহ

এ গুনাহ সংঘটিত হয় যখন একটি নিষিদ্ধ কাজ ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে করা হয়। এ অবস্থানটি আমরা ইতোমধ্যে নিশ্চিতভাবে জেনেছি।

গুনাহর মোটা দাগের ৫টি পর্যায়ের বিষয়ে কুরআন ও হাদীস

১. শূন্য গুনাহ (গুনাহ নয়)

গুনাহর এ অবস্থানের উপস্থিতির বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের তথ্য আমরা ইতোমধ্যে স্পষ্ট, নিশ্চিত ও বিস্তারিতভাবে জেনেছি।

২. ছগীরা (ছোটো) গুনাহ

আল কুরআন

তথ্য-১

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ . . . . .

যারা কবীরা গুনাহসমূহ ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকবে কিন্তু মনের অল্প বিচ্যুতি (ছগীরা গুনাহ) থেকে নয়, (তাদের ব্যাপারে) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের ক্ষমার পরিধি ব্যাপক। ... ...

(সুরা নাজম/৫৩ : ৩২)

ব্যাখ্যা : لَمَم শব্দটির অর্থ হলো মনের অল্প/হালকা বিচ্যুতি (Mild mental derangement)। মনের বিতর্কে শয়তানের কাছে হেরে গিয়ে সে অনুযায়ী কাজ (আমল) করা হলো গুনাহ। মনের বিতর্কে শয়তানের কাছে অল্প/হালকা পর্যায়ের হেরে গিয়ে সে অনুযায়ী কাজ করা অর্থ ছগীরা গুনাহ করা। আর বড় পর্যায়ের হেরে গিয়ে সে অনুযায়ী কাজ করা অর্থ কবীরা গুনাহ করা।

আয়াতটি থেকে তাই জানা যায়– ইসলামে গুনাহর মাত্রার মধ্যে ছগীরা গুনাহ আছে।

তথ্য-২

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ . وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ .

আর তাদের সব কৃতকর্ম আ'মলনামায় আছে। আর (তাতে) সকল ছগীরা (ছোটো) ও কবীরা (বড়ো) বিষয় লেখা থাকবে।

(সুরা কামার/৫৪ : ৫২, ৫৩)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটি থেকে জানা যায়– মানুষের কৃত সকল ছোটো ও বড়ো আমল তথা ছোটো ও বড়ো নেকী ও গুনাহ তার আমলনামায় লেখা থাকবে। তাই এ আয়াত দুটি থেকেও জানা যায়– ইসলামে গুনাহর মাত্রার মধ্যে ছগীরা গুনাহ আছে।

তথ্য-৩

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۙ . اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا .

কোনো বিষয় সম্পর্কে কখনও এরকম বলো না যে, আগামীকাল আমি কাজটি (শতভাগ সঠিকভাবে) করবো। আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া। ভুলবশত কখনও এরকম বলে ফেললে তোমার রবকে স্মরণ করবে এবং বলবে– আশা আছে আমার রব কাজটির (শতভাগ) সঠিক অবস্থানের কাছাকাছি অবস্থানে পৌঁছার পথটি আমাকে দেখাবেন।

(সুরা কাহাফ/১৮ : ২৩, ২৪)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা রসূল স.-সহ সকল মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন একটি কাজ করার ব্যাপারে–

- যা বলা যাবে না।
- কেন তা বলা যাবে না।
- কী দোয়া করতে হবে।

যা বলা যাবে না

এটি জানানো হয়েছে ২৩ নং আয়াতটির মাধ্যমে। আয়াতটিতে রসূল স.-সহ সকল মানুষকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– একটি কাজ শতভাগ সঠিকভাবে করতে পারামূলক কোনো কথা না বলতে।

কেন বলা যাবে না

এটি জানানো হয়েছে ২৪ নং আয়াতের প্রথম অংশের বক্তব্যের মাধ্যমে। বক্তব্যটি হলো– 'আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া'। এ কথার মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– শতভাগ নির্ভুলভাবে কোনো কাজ করতে হলে ঐ কাজের আল্লাহর তৈরি সফলতার প্রোগ্রামকে শতভাগ নিখুঁতভাবে অনুসরণ করতে হবে। এটি কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ, কাজটি শতভাগ নির্ভুলভাবে কারার জন্য বড়ো, ছোটো, ক্ষুদ্র অসংখ্য অনুঘটক (Factor) থাকে যার সবগুলো মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। তাই কোনো কাজ করে কাজটির শতভাগ সফলতার অবস্থানে পৌঁছা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

যে দোয়া করতে হবে

এটি জানানো হয়েছে ২৪ নং আয়াতের শেষ অংশের বক্তব্যের মাধ্যমে। বক্তব্যটি হলো– 'ভুলবশত কখনও এরকম বলে ফেললে তোমার রবকে স্মরণ করবে এবং বলবে– আশা আছে আমার রব কাজটির শতভাগ সঠিক পথের কাছাকাছি অবস্থানের দিকে আমাকে পথ দেখাবেন'। এ বক্তব্যের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে– একটি কাজে সফল হওয়ার জন্য যে দোয়া করতে হবে তা হলো– 'হে রব আমাকে কাজটির শতভাগ সফল অবস্থানের কাছাকাছি অবস্থানে পৌঁছানোর পথটির সন্ধান দিন'।

♦♦ সফলতার অপর নাম হলো নেকী/সাওয়াব। তাই আয়াত দুটি থেকে জানা যায়, একটি কাজের সফলতা বা নেকীর অসংখ্য মাত্রা আছে। মোটা দাগে মাত্রাগুলো হবে–

১. শতভাগ সফলতা (শতভাগ নেকী)।
২. প্রায় শতভাগ সফলতা (প্রায় শতভাগ নেকী)।

৩. মধ্যম মাত্রার সফলতা (মধ্যম মাত্রার নেকী)।
৪. প্রায় শূন্য মাত্রার সফলতা (প্রায় শূন্য মাত্রার নেকী)।
৫. শূন্য মাত্রার সফলতা তথা ব্যর্থতা (প্রায় শূন্য মাত্রার নেকী)।

সফলতার বিপরীত দিক হলো ব্যর্থতা বা গুনাহ। তাই সফলতার একটি মাত্রার বিপরীতে, ব্যর্থতারও অনুরূপ একটি মাত্রা থাকবে। আর তাই আয়াত দুটির আলোকে বলা যায় একটি কাজে ব্যর্থতা তথা গুনাহর মোটা দাগের মাত্রাগুলো হবে–

১. শতভাগ ব্যর্থতা (কুফরীর কবীরা গুনাহ)।
২. প্রায় শতভাগ ব্যর্থতা (সাধারণ কবীরা গুনাহ)।
৩. মধ্যম মাত্রার ব্যর্থতা (মধ্যম গুনাহ)।
৪. প্রায় শূন্য মাত্রার ব্যর্থতা (ছগীরা গুনাহ)।
৫. শূন্য মাত্রার ব্যর্থতা/শতভাগ সফলতা (শূন্য মাত্রার গুনাহ তথা গুনাহ নয়)।

তাই আয়াত দুটি থেকেও জানা যায়– ইসলামে গুনাহর মাত্রার মধ্যে ছগীরা গুনাহ আছে।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ..... حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَحَجَّاجُ بْنُ شَاعِرٍ .....
...عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عُثْمَانَ فَدَعَا بِطَهُورٍ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَا مِنِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ تَحْضُرُهُ صَلَاةٌ مَكْتُوبَةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا إِلَّا كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذُّنُوبِ مَا لَمْ يُؤْتِ كَبِيرَةً وَذَلِكَ الدَّهْرَ كُلَّهُ.

ইমাম মুসলিম রহ. আমর ইবন সাঈদ ইবনুল আস রা.-এর বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তিদ্বয় আব্দু ইবন হুমাইদ ও হাজ্জাজ ইবনুশ শায়ির থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আমর ইবন সাঈদ ইবনুল আস রা. বলেন, আমি উসমান রা.-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তিনি পানি আনার নির্দেশ দিলেন। এরপর তিনি বললেন– আমি রাসূলুল্লাহ স.-কে বলতে শুনেছি যে, রসূল স. বলেছেন– যখনই কোনো মুসলমানের কাছে ফরজ সালাত উপস্থিত হয় আর সে উত্তম ওজু, নিষ্ঠা ও রুকু (ও সিজদা) সহকারে তা আদায় করে,

ঐ সালাতের কারণে তার পূর্বের সকল (ছগীরা) গুনাহ মাফ হয়ে যায় যদি সে কবীরা গুনাহ না করে থাকে। আর সর্বদাই এরকম হতে থাকে।

- ◆ মুসলিম, *আস-সহীহ*, সহীহ, হাদীস নং-৫৬৫।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটি থেকে জানা যায়– ইসলামে গুনাহর মাত্রার মধ্যে ছগীরা গুনাহ আছে।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ... ...أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ. قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ সালামাহ ইবন আব্দির রহমান ইবন আউফ রা.-এর বর্ণনা সনদের পঞ্চম ব্যক্তি ইসহাক ইবন ইবরাহীম রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ সালামাহ ইবন আব্দির রহমান ইবন আউফ রা. বর্ণনা করেন, তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা.-কে এরূপ বলতে শুনেছেন– রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা আমল করো এবং নিজের সাধ্য মতো সর্বাধিক সংখ্যক সঠিক কাজ করার চেষ্টা করো এবং **সত্যের কাছাকাছি** থেকো। জেনে রেখো, কোনো ব্যক্তিকে শুধু তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন– হে আল্লাহর রসূল স.! আপনার আমলও কি পারবে না? তিনি বলেন– না, আমিও না। যদি না আমার রব তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে আচ্ছাদিত করেন। আর তোমরা আমল করো, কম হলেও নিয়মিত করা আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দের।

- ◆ মুসলিম, *আস সহীহ*, হাদীস নং-৭৩০০।
- ◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : এ হাদীসটিকে ওপরে উল্লিখিত সুরা কাহাফের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যামূলক হাদীস বলা যেতে পারে। হাদীসটিতে রসূল স. মুসলিমদেরকে প্রথমে সর্বাধিক সংখ্যক নেক আমল করতে এবং সকল কাজে সত্যের কাছাকাছি থাকতে বলেছেন।

কাজ করার সময় 'সত্যের কাছাকাছি' থাকার অর্থ হলো– কাজটির ব্যাপারে আল্লাহর তৈরি সফলতার প্রোগ্রামে অবস্থিত শতভাগ সঠিক অবস্থানের কাছাকাছি থাকা।

হাদীসটিতে এরপর রসূল স. বলেছেন– 'জেনে রেখো, কোনো ব্যক্তিকে শুধু তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না'। এ কথার মাধ্যমে রসূল স. জানিয়ে দিয়েছেন– আমল পালন করতে গিয়ে, আল্লাহর তৈরি প্রোগ্রামে বর্ণিত শতভাগ সফল (সঠিক) অবস্থানে পৌঁছানো কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তাই আল্লাহ মাফ না করলে শুধু আমল করার ভিত্তিতে কেউ জান্নাতে যেতে পারবে না।

হাদীসটির শেষে সাহাবায়ে কিরামদের প্রশ্নের উত্তরে রসূল স. জানিয়ে দিয়েছেন– শুধু আমলের ভিত্তিতে তিনিও জান্নাতে যেতে পারবেন না। এর কারণ হলো– আল্লাহর তৈরি প্রাকৃতিক আইন বা বিধানে থাকা শতভাগ সঠিক অবস্থানে থেকে কোনো আমল করা তাঁর পক্ষেও সম্ভব নয়।

আগে উল্লিখিত সুরা কাহাফের ২৩ ও ২৪ নং আয়াত দুটির ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যা করে হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়, গুনাহর মোটা দাগের মাত্রাগুলো হবে–

১. শূন্য গুনাহ (গুনাহ নয়)।
২. ছগীরা গুনাহ।
৩. মধ্যম গুনাহ।
৪. সাধারণ কবীরা গুনাহ।
৫. কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ।

তাই হাদীসটির ভিত্তিতে বলা যায়– ইসলামে গুনাহর মাত্রার মধ্যে ছোটো (ছগীরা) গুনাহ আছে।

৩. মধ্যম গুনাহ

আল কুরআন

তথ্য-১

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا .

আর যখন তারা (মু'মিনগণ) ব্যয় করে তখন অপব্যয় করে না আবার কৃপণতাও করে না; বরং তারা থাকে এ দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থানে।

(সুরা ফুরকান/২৫ : ৬৭)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায় আমলের বিষয়ে মধ্যবর্তী অবস্থান আছে। সাওয়াব ও গুনাহ আমলের দুটি ধরন। তাই এ আয়াতের আলোকে বলা যায়– ইসলামে গুনাহর মাত্রার মধ্যে মধ্যম গুনাহ আছে।

তথ্য-২

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ..... ط

এভাবে আমরা তোমাদের একটি মধ্যপন্থি জাতিতে পরিণত করেছি, যাতে তোমরা মানব জাতির জন্য সাক্ষী (উদাহরণ) হতে পারো এবং রসূল হবেন তোমাদের জন্য সাক্ষী (উদাহরণ)। ... ...

(সুরা বাকারা/২ : ১৪৩)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতে মুসলিমদের 'মধ্যপন্থি' জাতি বলা হয়েছে। এ বিশেষণ গুনাহসহ মুসলিম জীবনের সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। তাই এ আয়াতটির আলোকেও বলা যায়– ইসলামে গুনাহর মাত্রার মধ্যে মধ্যম গুনাহ আছে।

তথ্য-৩

وَلَا تَقُوْلَنَّ لِشَايْءٍ اِنِّيْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۙ . اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۚ وَاذْكُرْ رَّبَّكَ اِذَا نَسِيْتَ وَقُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّهْدِيَنِ رَبِّيْ لِاَقْرَبَ مِنْ هٰذَا رَشَدًا .

কোনো বিষয় সম্পর্কে কখনও এরকম বলো না যে, আগামীকাল আমি কাজটি (শতভাগ সঠিকভাবে) করবো। আল্লাহর (অতাৎক্ষণিক) ইচ্ছা ছাড়া। ভুলবশত কখনও এরকম বলে ফেললে তোমার রবকে স্মরণ করবে এবং বলবে– আশা আছে আমার রব কাজটির (শতভাগ) সঠিক অবস্থানের কাছাকাছি অবস্থানে পৌঁছার পথটি আমাকে দেখাবেন।

(সুরা কাহাফ/১৮ : ২৩, ২৪)

ব্যাখ্যা : আয়াতটির ওপরে আলোচনা করা ব্যাখ্যার ভিত্তিতে জানা যায়– ইসলামে গুনাহর মাত্রার মধ্যে মধ্যম গুনাহ আছে।

আল হাদীস

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ... ...أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ . قَالُوا وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ .

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ সালামাহ ইবন আব্দির রহমান ইবন আউফ রা.-এর বর্ণনা সনদের পঞ্চম ব্যক্তি ইসহাক ইবন ইবরাহীম রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ সালামাহ ইবন আব্দির রহমান ইবন আউফ রা. বর্ণনা করেন, তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা.-কে এরূপ বলতে শুনেছেন– রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা আমল করো এবং নিজের সাধ্য মতো সর্বাধিক সংখ্যক সঠিক কাজ করার চেষ্টা করো এবং **সত্যের কাছাকাছি** থেকো। জেনে রেখো, কোনো ব্যক্তিকে শুধু তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন– হে আল্লাহর রসূল স.! আপনার আমলও কি পারবে না? তিনি বলেন– না, আমিও না। যদি না আমার রব তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে আচ্ছাদিত করেন। আর তোমরা আমল করো, কম হলেও নিয়মিত করা আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দের।

- মুসলিম, *আস সহীহ*, হাদীস নং-৭৩০০।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যা (ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে) থেকে জানা যায়– ইসলামে গুনাহর মাত্রার মধ্যে মধ্যম গুনাহ আছে।

৪. সাধারণ কবীরা গুনাহ

আল কুরআন

তথ্য-১

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا .

যদি তোমরা (মু'মিনরা) কবিরা গুনাহসমূহ (সাধারণ ও কুফরী পর্যায়ের কবীরা গুনাহ) থেকে বিরত থাকতে পারো তাহলে আমরা তোমাদের (মধ্যম ও ছগীরা) গুনাহ মাফ করে দেবো এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে (জান্নাতে) প্রবেশ করাবো।

(সুরা নিসা/৪ : ৩১)

ব্যাখ্যা : আয়াতটি থেকে জানা যায়– ইসলামে গুনাহর মাত্রার মধ্যে সাধারণ কবীরা গুনাহ আছে।

তথ্য-২

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ . . . . .

যারা কবীরা গুনাহসমূহ ও অশ্লীল কাজ থেকে দূরে থাকবে কিন্তু মনের অল্প বিচ্যুতি (ছগীরা গুনাহ) থেকে নয়, (তাদের ব্যাপারে) নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের ক্ষমার পরিধি ব্যাপক। ... ...

(সুরা নাজম/৫৩ : ৩২)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটি থেকেও জানা যায়– ইসলামে গুনাহর মাত্রার মধ্যে সাধারণ কবীরা গুনাহ আছে।

তথ্য-৩

فَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ . وَالَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَاِذَا مَا غَضِبُوْا هُمْ يَغْفِرُوْنَ .

বস্তুত তোমাদের যা দেওয়া হয়েছে তা পার্থিব জীবনের ভোগসামগ্রী। কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা উত্তম ও স্থায়ী (জান্নাতের সামগ্রী)। (তা) তাদের জন্য যারা ঈমান আনে ও তাদের রবের ওপর নির্ভর করে। আর যারা কবীরা গুনাহসমূহ (সাধারণ ও কুফরী পর্যায়ের কবীরা গুনাহ) ও অশ্লীল কাজ থেকে বেঁচে থাকে এবং রাগান্বিত হলে ক্ষমা করে দেয়।

(সুরা শুরা/৪২ : ৩৬, ৩৭)

ব্যাখ্যা : এ আয়াতটি থেকেও জানা যায়– ইসলামে গুনাহর মাত্রার মধ্যে সাধারণ কবীরা গুনাহ আছে।

তথ্য-৪

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوْهُ فِي الزُّبُرِ . وَكُلُّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ مُّسْتَطَرٌ .

আর তাদের সব কৃতকর্ম আ'মলনামায় আছে। আর (তাতে) সকল ছগীরা (ছোটো) ও (সাধারণ ও কুফরী পর্যায়ের) কবীরা বিষয় লেখা থাকবে।

(সুরা কামার/৫৪ : ৫২ : ৫৩)

ব্যাখ্যা : আয়াত দুটি থেকে জানা যায়– ইসলামে গুনাহর মাত্রার মধ্যে সাধারণ পর্যায়ের কবীরা গুনাহ আছে।

তথ্য-৫

ওপরে আলোচনা করা সুরা কাহাফ-এর ২৩ ও ২৪ নং আয়াত থেকে জানা যায়– ইসলামে গুনাহর মাত্রার মধ্যে সাধারণ কবীরা গুনাহ আছে।

আল হাদীস

হাদীস-১

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ... ... حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ... ...أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا فَإِنَّهُ لَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ. قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ وَاعْلَمُوا أَنَّ أَحَبَّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ.

ইমাম মুসলিম রহ. আবূ সালামাহ ইবন আব্দির রহমান ইবন আউফ রা.-এর বর্ণনা সনদের পঞ্চম ব্যক্তি ইসহাক ইবন ইবরাহীম রহ. থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– আবূ সালামাহ ইবন আব্দির রহমান ইবন আউফ রা. বর্ণনা করেন, তিনি রসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রী আয়েশা রা.-কে এরূপ বলতে শুনেছেন– রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, তোমরা আমল করো এবং নিজের সাধ্য মতো সর্বাধিক সংখ্যক সঠিক কাজ করার চেষ্টা করো এবং **সত্যের কাছাকাছি** থেকো। জেনে রেখো, কোনো ব্যক্তিকে শুধু তার আমল জান্নাতে প্রবেশ করাতে পারবে না। সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন– হে আল্লাহর রসূল স.! আপনার আমলও কি পারবে না? তিনি বলেন– না, আমিও না। যদি না আমার রব তাঁর রহমত দিয়ে আমাকে আচ্ছাদিত করেন। আর তোমরা আমল করো, কম হলেও নিয়মিত করা আমল আল্লাহর কাছে সবচেয়ে পছন্দের।

◆ মুসলিম, *আস সহীহ*, হাদীস নং-৭৩০০।

◆ হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটির ব্যাখ্যা (ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে) থেকে জানা যায়– ইসলামে গুনাহর মাত্রার মধ্যে সাধারণ কবীরা গুনাহ আছে।

হাদীস-২

أَخْرَجَ الْإِمَامُ مُسْلِمٌ ..... حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ .... عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْكَبَائِرَ أَوْ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوقُ

الْوَالِدَيْنِ وَقَالَ: أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: قَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّورِ، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَكْبَرُ ظَنِّي أَنَّهُ شَهَادَةُ الزُّورِ.

ইমাম মুসলিম রহ. ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বকর রা.-এর বলা বর্ণনা সনদের ৫ম ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন ওয়ালিদ বিন আবদুল হামীদ থেকে শুনে তাঁর 'আস-সহীহ' গ্রন্থে লিখেছেন– ওবাইদুল্লাহ ইবনে আবু বকর রা. বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক রা.-কে বলতে শুনেছি– রসূলুল্লাহ স. বড়ো গুনাহ (কবীরা গুনাহ) সম্বন্ধে আলোচনা করলেন অথবা তাঁকে বড়ো গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন, আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, অবৈধভাবে কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানি করা। (অতঃপর তিনি বললেন), এখন কি আমি সবচেয়ে বড়ো গুনাহ কোনটি তা তোমাদের বলবো? তিনি বলেন, তা হচ্ছে মিথ্যা বলা অথবা (তিনি বলেছেন) মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া। শো'বা বলেন, আমার প্রবল ধারণা– তিনি বলেছেন 'মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া'।

- মুসলিম, *আস সহীহ*, হাদীস নং ১৪৪।
- হাদীসটির সনদ ও মতন সহীহ।

ব্যাখ্যা : হাদীসটিতে গুনাহর বড়ত্ব বুঝাতে কবীরা ও সর্বোচ্চ কবীরা কথা ব্যবহার করা হয়েছে। তাই হাদীসটির একটি ব্যাখ্যা হতে পারে– কবীরা গুনাহর পর্যায়ের মধ্যে সাধারণ ও কুফরীর পর্যায় আছে।

৫. কুফরীর গুনাহ (অস্বীকার করা ধরনের গুনাহ)

এ ধরনের গুনাহর উপস্থিতির বিষয়টি ইতোমধ্যে আমরা জ্ঞানার্জনের ইসলামী প্রবাহচিত্র (নীতিমালা) তথা কুরআন, হাদীস ও Common sense-এর আলোকে স্পষ্ট, নিশ্চিত ও বিস্তারিতভাবে জেনেছি।

মোটা দাগের ৫টি মাত্রার গুনাহ হওয়ার নীতিমালার সারসংক্ষেপ

মোটা দাগের ৫টি মাত্রার গুনাহ হওয়ার নীতিমালার সারসংক্ষেপ নিম্নরুপ–

১. সমান (সমানুপাতিক) গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় বড়ো বা ছোটো যে কোনো নিষিদ্ধ কাজ করলে কোনো গুনাহ হয় না।

২. প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় বড়ো বা ছোটো যে কোনো নিষিদ্ধ কাজ করলে ছগীরা (ছোটো) গুনাহ হয়। তবে ছোটো নিষিদ্ধ কাজ করার পর এটি ঘটার সম্ভাবনা কম। কারণ– কিছু পরিমাণ ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছোটো নিষিদ্ধ কাজটির গুরুত্বের সমান হয়ে যাবে।

৩. মধ্যম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজ করলে মধ্যম গুনাহ হয়। এটি শুধু বড়ো নিষিদ্ধ কাজের বেলায় ঘটবে।

৪. প্রায় না থাকার মতো ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করলে সাধারণ কবীরা গুনাহ হয়। এটিও শুধু বড়ো নিষিদ্ধ কাজের বেলায় ঘটবে।

৫. ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে নিষিদ্ধ কাজ করলে কুফরী (অস্বীকার করা) ধরনের কবীরা গুনাহ হয়। এটি বড়ো বা ছোটো সকল নিষিদ্ধ কাজের বেলায় ঘটতে পারে।

বড়ো ও ছোটো দুটি নিষিদ্ধ কাজ করার পর মোটা দাগের ৫ ধরনের গুনাহ হওয়ার উদাহরণ

ক. চুরি করা নামক বড়ো নিষিদ্ধ কাজ করার পর যখন যে মাত্রার মোটা দাগের গুনাহ হবে–

১. জীবন বাঁচানো তথা বড়ো গুরুত্বের ওজর এবং প্রচণ্ড অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় চুরি করলে গুনাহ হবে না।

২. প্রায় জীবন বাঁচানো গুরুত্বের ওজর এবং অনেক অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় চুরি করলে ছগীরা (ছোটো) গুনাহ হবে।

৩. মধ্যম গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় চুরি করলে মধ্যম গুনাহ হবে।

৪. প্রায় না থাকার মতো ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় চুরি করলে সাধারণ কবীরা গুনাহ হবে।

৫. ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে চুরি করলে কুফরী (অস্বীকার করা) ধরনের কবীরা গুনাহ হবে।

খ. টুপি মাথায় না দেওয়া নামক ছোটো নিষিদ্ধ কাজ করার পর যখন যে মাত্রার মোটা দাগের গুনাহ হবে–

১. সমান গুরুত্ব তথা ছোটো গুরুত্বের ওজর এবং অল্প পরিমাণের অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় টুপি মাথায় না দিলে গুনাহ হবে না।

২. প্রায় সমান গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকা অবস্থায় টুপি মাথায় না দিলে ছগীরা (ছোটো) গুনাহ হবে। তবে এটি হওয়ার সম্ভাবনা কম। কারণ– কিছু গুরুত্ব বা পরিমাণের ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা থাকলে সেটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে টুপি মাথায় দেওয়া কাজটির গুরুত্বের সমান হয়ে যাবে।

৩. ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছা করে, খুশি মনে টুপি মাথায় না দিলে বা টুপি মাথায় দেওয়াকে কটাক্ষ করলে কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ (কুফরীর গুনাহ) হবে।

গুনাহর মাত্রার সূক্ষ্ম/প্রকৃত শ্রেণিবিভাগ

ইতোমধ্যে আমার জেনেছি যে– নিষিদ্ধ কাজ করার পর গুনাহ হবে কি হবে না এবং হলে কী মাত্রার গুনাহ হবে তা নির্ভর করে ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা এবং মাত্রার ওপর। তাই মাত্রার দৃষ্টিকোণ থেকে গুনাহর প্রকৃত বা সূক্ষ্ম শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য হলো গুনাহর মাত্রা অগণিত। কারণ– ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টার মাত্রার সামান্য (.০১% বা তারও কম) পরিবর্তন হলেও গুনাহর মাত্রা পরিবর্তন হয়ে যাবে।

কবীরা (বড়ো) গুনাহর সংখ্যা

প্রচলিত ধারণা

প্রচলিত বিভিন্ন গ্রন্থে কবীরা গুনাহর সংখ্যা ৮০, ১০০, ১২০, ১৪০ ইত্যাদি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু এটি সঠিক নয়।

প্রকৃত তথ্য

প্রকৃত তথ্য হলো কবীরা গুনাহর সংখ্যা অসংখ্য। কারণ, একটি ছোটো নিষিদ্ধ কাজ করলেও কবীরা গুনাহ হতে পারে যদি সেটি ওজর, অনুশোচনা ও উদ্ধার পাওয়ার চেষ্টা ছাড়া তথা ইচ্ছাকৃতভাবে বা খুশি মনে করা হয়।

বিভিন্ন মাত্রার গুনাহ মাফ হওয়ার উপায়

কুরআন, হাদীস ও Common sense অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রার গুনাহ মাফ হওয়ার উপায়সমূহ হলো–

১. সাধারণ ও কুফরী ধরনের কবীরা গুনাহ

মৃত্যু আসার যুক্তিসংগত সময় পূর্বে খালিস নিয়াতে তাওবা করা। আর যুক্তিসংগত সময় বলতে বুঝাবে এমন সময় যখন ব্যক্তির জ্ঞান, বুদ্ধি ও ক্ষমতা এ পরিমাণ আছে যে– সে ইচ্ছা ও চেষ্টা করলে সামনে আসা গুনাহর কাজ করতে পারে কিন্তু তাওবা করেছে বলে সে তা করছে না।

২. মানুষের হক ফাঁকি দেওয়ার কবীরা গুনাহ

হক ফেরত দেওয়া তারপর তাওবা করা।

৩. মধ্যম গুনাহ

- তাওবা।
- শাফায়াত।

৪. ছগীরা গুনাহ

- তাওবা।
- নেক আমল।
- শাফায়াত।
- দোয়া।

♦♦ বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে– কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি? (গবেষণা সিরিজ-২০) এবং শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি? (গবেষণা সিরিজ-১৬) নামক বই দুটিতে।

শেষ কথা

আশা করি পুস্তিকাটি মনযোগ সহকারে আদ্যপান্ত পড়লে সকলের গুনাহের সংজ্ঞা, গুনাহ হওয়ার শর্ত এবং গুনাহর শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে একটি স্বচ্ছ ধারণা হবে। ফলে দুনিয়া ও আখিরাতের মহা ক্ষতি এড়ানোর জন্যে তারা নিষিদ্ধ কাজ না করা বা করার ব্যাপারে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে।

ভুল-ত্রুটি থাকা মোটেই অসম্ভব নয়। তাই ভুল-ত্রুটি গঠনমূলকভাবে ধরিয়ে দিলে পাঠকের সালাতের অনুষ্ঠান থেকে দেওয়া একটি শিক্ষা বাস্তবে রূপদান করার মাধ্যমে অনেক সওয়াব হাসিল হবে। আর সঠিক হলে পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো আমার ঈমানী দায়িত্ব হবে। আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফিজ!

সমাপ্ত

কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশনের অন্যান্য প্রকাশনা

১. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (আরবী-বাংলা)
২. আল কুরআন, যুগের জ্ঞানের আলোকে অনুবাদ ও মৌলিক তাফসীর (শুধু বাংলা)
৩. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (আরবী-বাংলা)
৪. সনদ ও মতন সহীহ হাদীস সংকলন, ১ম খণ্ড (শুধু বাংলা)
৫. শতবার্তা (পকেট কণিকা : আমাদের গবেষণা সিরিজগুলোর মূল শিক্ষাসমূহ)
৬. আল কুরআনে বহুল ব্যবহৃত ২০০ শব্দের সংক্ষিপ্ত অভিধান
৭. কুরআনিক আরবী গ্রামার, ১ম খণ্ড
৮. সাধারণ কুরআন তিলাওয়াত শিক্ষা

গবেষণা সিরিজের বইসমূহ

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য ও পাথেয় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
২. মুহাম্মাদ স.-কে প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁর সঠিক অনুসরণ বোঝার মাপকাঠি
৩. সালাত কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মু'মিনের এক নম্বর কাজ এবং শয়তানের এক নম্বর কাজ
৫. মু'মিনের আমল কবুলের শর্ত প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৬. ইসলামী জীবনবিধানে Common Sense-এর গুরুত্ব
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে না বুঝে কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. আমলের গুরুত্বভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ ও তালিকা জানার সহজতম উপায়
৯. কুরআনের সাথে ওজু-গোসলের সম্পর্ক প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
১০. আল কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর, না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি এবং কেন?
১২. কুরআন, সুন্নাহ ও Common Sense ব্যবহার করে নির্ভুল জ্ঞানার্জনের প্রবাহচিত্র (নীতিমালা)
১৩. ইসলামী জীবনবিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. ঈমান, মু'মিন, মুসলিম ও কাফির প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৫. ঈমান থাকলেই জান্নাত পাওয়া যাবে বর্ণনা সংবলিত হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা
১৬. শাফায়াতের মাধ্যমে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. তাকদীর (ভাগ্য!) পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সাওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র

১৯. প্রচলিত হাদীসশাস্ত্রে সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্য কুফরী বা শিরক নয় কি?
২২. গুনাহ সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৩. অমুসলিম পরিবারে মু'মিন ও জান্নাতী ব্যক্তি আছে কি না
২৪. আল্লাহর ইচ্ছা, অনুমতি, মনে মোহর মেরে দেওয়া কথাগুলোর প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৫. যিক্‌র প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
২৬. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা (তাফসীর) করার প্রকৃত নীতিমালা
২৭. মৃত্যুর সময় ও কারণ পূর্ব নির্ধারিত তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
২৮. সবচেয়ে বড়ো গুনাহ শিরক করা না কুরআনের জ্ঞান না থাকা?
২৯. ইসলামী জীবনব্যবস্থায় বক্তব্য বা ওয়াজ-নসীহত উপস্থাপনের নীতিমালা
৩০. মুসলিম জাতি এবং বিশ্বমানবতার মূলশিক্ষায় ভুল ঢোকানোর গভীর ষড়যন্ত্র
৩১. 'আল কুরআনে শিক্ষা রহিত (মানসুখ) আয়াত আছে' কথাটি কি সঠিক?
৩২. আল কুরআনের অর্থ (তরজমা) বা ব্যাখ্যা (তাফসীর) পড়ে সঠিক জ্ঞান লাভের নীতিমালা
৩৩. প্রচলিত ফিক্‌হগ্রন্থের সংস্করণ বের করা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় কি?
৩৪. কুরআনের অর্থ ও ব্যাখ্যা জানা-বোঝার সহায়ক বিষয় হিসেবে ব্যাকরণ, অনুবাদ, উদাহরণ, আকল ও সাধনার গুরুত্ব
৩৫. পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তির একমাত্র হাজ্জের ভাষণ যুগের জ্ঞানের ভিত্তিতে অনুবাদ ও শিক্ষা
৩৬. মানব শরীরে 'ক্বলব'-এর অবস্থান প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৭. তাওবা কবুল হওয়ার শেষ সময় প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৩৮. ইবলিস ও তার দোসরদের ষড়যন্ত্রের কবলে জ্ঞানের ইসলামী উৎস ও নীতিমালা
৩৯. আসমানি গ্রন্থে উল্লিখিত মানবতাবিরোধী গভীর ষড়যন্ত্রের জীবন্তিকা
৪০. আল্লাহর সাথে কথা বলে জ্ঞান ও দিকনির্দেশনা পাওয়ার পদ্ধতি
৪১. তাকওয়া ও মুত্তাকী প্রচলিত ধারণা ও সঠিক তথ্য
৪২. জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ প্রচলিত ধারণা ও প্রকৃত তথ্য
৪৩. হারাম ও হালাল খাদ্য তালিকা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের সরাসরি তথ্য

প্রাপ্তিস্থান

- **কুরআন রিসার্চ ফাউন্ডেশন**
  ইনসাফ বারাকাহ কিডনী এন্ড জেনারেল হাসপাতাল (৮ম তলা)
  ১১, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ সরণি, মগবাজার, ঢাকা।
  ফোন : ০১৯৪৪৪১১৫৬০, ০১৯৭৭৩০১৫১১, ০১৯৭৯৪৭৪৬১৭
- **অনলাইনে অর্ডার করতে :** www.shop.qrfbd.org এবং
  https://www.facebook.com/QuranResearchFoundation/
- **দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল**
  ৯৩৭, আউটার সার্কুলার রোড, রাজারবাগ, ঢাকা।
  ফোন : ০২-৯৩৩৭৫৩৪, ০২-৯৩৪৬২৬৫, ০১৭৫২৭৭০৫৩৬
- **ইউকা ক্যাম্পাস**
  বাড়ি : ১২, রোড : এভিনিউ-৮, ব্লক : এম, বনশ্রী, ঢাকা-১২১৯।
  ফোন : ০২২২৪৪০৫৮২৮, ০১৭৫৫ ৩০৯৯০৭, ০১৪০৭ ০৬৩৪৩১

এছাড়াও পাওয়া যায়–

- **রকমারি ডট কম :** www.rokomari.com
- **আহসান পাবলিকেশন্স,** কম্পিউটার মার্কেট নিচতলা, বাংলা বাজার, ঢাকা, ০১৭২৮১১২২০০
- **প্রফেসর'স বুক কর্নার**, ওয়ারলেস রেলগেট, মগবাজার, ০১৭১৬৬৭৭৭৫৪
- **কাটাবন বইঘর,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭১১৫৮৩৪৩১
- **আজমাইন পাবলিকেশন্স,** মসজিদ মার্কেট, কাটাবন, ০১৭৫০০৩৬৭৯৩
- **দিশারী বুক হাউস,** ইসলামীয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ০১৮২২১৫৮৪৪০
- **কিউআরএফ রাজশাহী অফিস :** হোল্ডিং নং– ১৬৮/১, ওয়ার্ড নং– ৮, সিপাইপাড়া, মেডিকেল কলেজ রোড, রাজপাড়া, রাজশাহী। ০১৭১২৭৮৬৪১১
- **ইসলামিয়া লাইব্রেরী,** সাহেব বাজার, রাজশাহী, ০১৫৫৪-৪৮৩১৯৩
- **কিউআরএফ বগুড়া অফিস :** নুর ভিলা, হাউস নং-১৯, হোল্ডিং নং-৯৯৪, ওয়ার্ড নং-১২, ঠনঠনিয়া পশ্চিমপাড়া, বগুড়া সদর, বগুড়া-৫৮০০। ০১৭১৪৫৬৬৮৯৯, ০১৭১৪৭০৯৯৮০, ১৩০০০৯০৮৬২
- **কিউআরএফ খুলনা অফিস :** ৩২/২ হাজী মহসিন রোড, খুলনা। ০১৯৭৭৩০১৫০৬, ০১৯৭৭৩০১৫০৯
- **বই ঘর**, মৌলভীবাজার, মোবাইল : ০১৭১৩৮৬৪২০৮

ব্যক্তিগত নোট